অতনুর ডাক

শ্রীশশধর দত্ত

ভগ্নদূত অফিস
১২৮।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীশিশির কুমার বসু
কর্ত্তৃক
অগ্রদূত অফিস হইতে
প্রকাশিত।

মূল্য—দুই টাকা।
আশ্বিন—১৩৫২

প্রিণ্টার—
কবিরাজ
শ্রীসুশীলকুমার সেন, এম্. এস্‌ সি,
কল্পতরু প্রেস,
২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

অতনুর ডাক

১

"জ্ঞান হওয়া অবধি যে দুইটা শব্দ সর্বাধিক বেশী শুনিয়াছি, সেই 'সুখ ও শান্তি'র দেখাই জীবনে পাই নি। তুচ্ছ পাওয়া, অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ সুখের অনুভূতিতে পর্য্যবসিত [illegible] পাওয়া তৃষাকেই বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রমাণিত হইয়াছে [illegible] তাহা চাই নাই, এবং যাহা পাই নাই, তাহাই ক্রমাগত চাহিয়া চাহিয়া, স্বেচ্ছাসৃষ্ট দুঃখের মাত্রাকে অত্যধিক [illegible] করিয়াছি। ফলে সুখ ও শান্তি অভিধানের পৃষ্ঠাতেই মুদ্রিত রহিয়া গিয়াছে, চক্ষুতে [illegible], কিন্তু অনুভব করি নাই। মন আমার [illegible] সংসারের [illegible] তিক্ত হইয়া পড়িয়াছে।" আমি দুই চক্ষু মুদিত করিয়া, টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া, সেদিন শীতের অপরাহ্নে চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছিলাম। এমন সময়ে বীণা-নিন্দিত মধুর স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, "একি, সকাল বেলাতেই যে বসে বসে ঘুমুচ্ছেন? শরীর কি ভাল নেই, বিভাস দা?"

আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া টেবিলের উপর হইতে পদদ্বয় নামাইয় চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিলাম, এবং তরুণী সুমিতার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যমুখে বলিলাম, "এরই মধ্যে যে বেড়িয়ে ফিরলে, মিতা?"

অপরূপ সুন্দরী, অসামান্যা মেয়ে, তরুণী সুমিতার মুখ মুহূর্তের জন্য বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া, পুনশ্চ নির্মল হাস্যে ভাসিয়া গেল। সে কহিল, "একা একা আর কতক্ষণ ঘুরে বেড়ান যায় বলুন তো?"

আমি মৃদু বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে তরুণী সুমিতার দিকে চাহিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিলাম যে, সে কি বোঝাইতে চাহিতেছে? কিন্তু অক্ষম হইয়া কহিলাম, "কেন, রামের মা কি আজ সঙ্গে ছিল না, মিতা?"

সুমিতা নতমুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "ছিল। কিন্তু নেই-বা সব কিছু বোঝবার প্রয়াস পেলেন, বিভাস দা? তার চেয়ে আপনি বরং একটু ঘুমিয়ে নিন, আমি বাড়ীর ভিতর যাচ্ছি।" এই বলিয়া সে যাইবার জন্য কোন প্রচেষ্টা প্রকাশ না করিয়া, মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি একবার সুমিতার মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিলাম, "বস, মিতা।"

সুমিতা আদেশ অমান্য করিয়া কহিল, "কেন? ঘুমের ব্যাঘাৎ হবে না?"

আমি হাস্যমুখে কহিলাম, "না, হবে না। কারণ আমি অসময়ে ঘুমাই না।"

সুমিতা সহসা একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "তবে এতক্ষণ কি হচ্ছিল?"

আমি কহিলাম, "চিন্তা করছিলাম, মিতা।"

সুমিতার অনিন্দ্যসুন্দর ভ্রূ দু'টি অকস্মাৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "কি চিন্তা করছিলেন বিভাস দা?"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "মানুষের সব চিন্তা কি সবার কাছে প্রকাশ করা যায়, মিতা?"

সুমিতার মুখ মুহূর্তের জন্য ম্লান হইয়া গেল। সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার মুখের উপর চাহিয়া থাকিয়া দৃঢ় ও নতস্বরে কহিল, "যে চিন্তা আমার কাছেও বলা চলে না, তেমন চিন্তা যে আপনার করা উচিত নয়, তা'ও কি আপনি বুঝতে পারেন না, বিভাস দা?"

আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে তরুণী সুমিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে যে ঠিক কি বলিতে চাহিতেছে, তাহা ঠাওর করিতে না পারিয়া কহিলাম, 'তোমার এটা অন্যায় জুলুম, সুমিতা। কারণ মানুষের এমন চিন্তাও আছে, যা নিজের কাছেও সময়ে সময়ে সে প্রকাশ করতে লজ্জিত হ'য়ে পড়ে।"

সুমিতা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, কহিল, 'যে চিন্তায় লজ্জা, গ্লানি, কদর্য আবহাওয়া আনে, সে চিন্তা কারুরই করা উচিত নয়, আমি এই কথাই বলছি। বিশেষভাবে আপনার।"

আমি পরম বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "বিশেষভাবে আমার কেন?"

"কারণ আপনার হাতে যখন আমি নিজেকে এবং আমার সম্পদকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চলেছি, তখন আপনার পক্ষে আমার কাছে বলা চলে না, এমন কোন চিন্তা করা উচিত কি?" এই বলিয়া সুমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমার সম্মুখে আসিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, মা মৃত্যু সময়, আমাকে আপনার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। আমি জানি, আপনি ছাড়া আমার আর গতি নেই।" এই বলিয়া সে কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "আর আপনিও ঠিক তা'ই জানেন, বিভাস দা।"

আমি পরম বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "আমার মত একটা ভবঘুরে ছাড়া তোমার গতি নেই, এমন হাস্যকর ধারণা তোমার থাকা ত ঠিক নয়, মিতা? কারণ কবে কোন্ যুগে আমার মা, তোমার মায়ের সঙ্গে কি ভবিষ্যৎ ইচ্ছার কথা বিনিময় করেছিলেন, তা'রই জোরে, তাঁরা যখন এই পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে মুক্তি পেয়ে চলে গেছেন, তখন তোমার মত বিদুষী তরুণীর পক্ষে নিজেকে এতখানি অসহায় ভাবা কি সমীচীন, মিতা?"

সুমিতার মুখ সহসা রক্তশূন্য হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত চেয়ারখানিতে পুনশ্চ উপবেশন করিয়া কহিল, "আমাদের উভয়ের স্বর্গত পিতামাতার পবিত্র ইচ্ছা পালনের দায়িত্ব কি আপনি স্বীকার করেন না, বিভাস দা?"

আমার পৃষ্ঠে যেন চাবুক পড়িল। আমি দিশেহারা হইয়া উঠিলাম। আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলাম, "কিন্তু আমি ত বিশেষভাবেই

জানি মিতা, তুমি এই সব সেকেলে বাক্‌দান অনুষ্ঠান, পিতামাতা অভিভাবকগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট ও মনোনীত বিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে নানা কাগজে নানা প্রবন্ধ লিখে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে আস্‌ছ? আমি যদি তোমার মন ও অভিমত না জান্‌তাম, তা'হলে আমার পক্ষে আপত্তি করবার এতটুকুও হেতু থাক্‌ত না, মিতা। আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বোধ কর......

আমার কথা শেষ হইবার সুযোগ পাইল না। সুমিতা বাধা দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "আপনার আপত্তি আছে, বিভাস দা?"

আমি চমকিত হইয়া কহিলাম, "তুমি আমাকে ভুল বুঝ না, সুমিতা। আমার মত একজন দরিদ্র এবং ভবঘুরে মানুষের পক্ষে তোমাকে কল্পনা করা কি সাজে?"

সুমিতা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিল, "তবে কি এতদিন অভিনয় ক'রে চলেছিলেন, বিভাস দা? প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে এসে, আমার মন নিয়ে কি তবে ছেলেখেলা আরম্ভ করেছিলেন?"

আমি স্তম্ভিত হইলাম। কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিলাম না। সহসা কঠিন স্বরে সুমিতা পুনশ্চ কহিল, "উত্তর দিন, বিভাস দা?"

আমি কহিলাম, 'মিতা, যে সব দিনের কথা তুমি বল্‌ছ, তখন আমার পিতা জীবিত ছিলেন। মাত্র একটী বৎসর পূর্বেও আমি নিজেকে মর্য্যাদা সম্পন্ন ধনী, জমিদারের সন্তান ব'লে জানতাম। কিন্তু বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঋণের দায়ে যে বাস্তুভিটা পর্যন্ত বিক্রয় হ'য়ে যাবে, আমার অতি বড়ো কল্পনাতেও তা ছিল না। তারপর

এক বৎসর কাল নানা দেশে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে যখন তোমার আহ্বানে ফিরে এলাম, তখন আমার মত ব্যক্তির পক্ষে ও সব আকাশ কুসুম দেখা কি সম্ভবপর এবং সমীচীন, মিতা ?”

সুমিতা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, ‘পৃথিবীতে অর্থই কি শুধু মানুষের মানদণ্ড, যে তা’দিয়ে মানুষের মূল্য স্থিরীকৃত হবে ?”

আমি মৃদু হাস্য করিয়া কহিলাম, “এইবার তুমি আমাকে হাসালে, মিতা। প্রাচুর্যের ভিতর বাস করে, অনাহারের দুঃখ কল্পনা করায় এক জাতীয় সুখের আমেজ থাকে সত্য, কিন্তু অনাহারের সত্যিকার বেদনা তা’তে বোঝা যায় না।” এই বলিয়া আমি সুমিতার নতমুখের দিকে মুহূর্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলাম, ‘তুমি দুঃখ পাবে না আমি জানি মিতা। কারণ তুমি অনায়াসেই অনুভব করতে পারবে, আমার মত এক ছন্ন-ছাড়া ব্যক্তিকে নিয়ে তুমি কোনদিনই সুখী হতে পারবে না। অহর্নিশি তোমার মনে এই কাঁটা বিঁধে থাকবে, যে এক অসম ভারকেন্দ্রে তোমার মন ও জীবন আবদ্ধ হয়েছে।”

সুমিতা আয়ত দৃষ্টি মেলিয়া কহিল, ‘আর কিছু বল্‌বেন ?’

আমি বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, ‘আশা করি আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে, মিতা ? নিশ্চয়ই তোমার মনে সাময়িক যে দুর্বলতা এসেছিল, তা দূর হয়ে গেছে।’ এই বলিয়া আমি হাসিতে গিয়া, সুমিতার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

সুমিতা আমার মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত অথচ গম্ভীরস্বরে কহিল,

"আপনার জোরালো যুক্তি ভরা বাণী শুনলাম। এখন দয়া করে আমার কয়েকটি কথা শুনবেন ?'

আমি ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিলাম, আমার সকল পরিশ্রম কি শেষে পণ্ড হইল ? কহিলাম, "বল ?"

সুমিতা গম্ভীর মুখে, কক্ষের ভিতর একটি আলমারীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, "প্রথমত ঐ আলমারীতে আপনার ব্যবহারের জন্য কয়েক জোড়া জাম'-কাপড়ের সুট্ আছে। দয়া করে ঐ জবড়জঙ্গ বীর-বাহাদুরী খদ্দরের পোষাক ত্যাগ ক'রে ব্যবহার করবেন। দ্বিতীয়ত এখন কিছুদিন আপনার ভবঘুরে জীবনের ঘোরা প্র্যাকটিস্ বন্ধ ক'রে আমাকে বিষয় সম্পদের কার্যে সাহায্য করতে হবে। তৃতীয়ত আমার আদেশের বিরুদ্ধে আমি কোন অস্বীকৃতি শুনব না। চতুর্থত আমি পোষাক বদলে এসে একত্রে ব্রেকফাষ্ট করব।" বলিতে বলিতে সুমধুর ধ্বনিতে হাস্যের প্রবাহ তুলিয়া, তরুণী মেয়ে সুমিতা আমার কোন উত্তর শুনিবার পূর্বে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল, এবং অবিলম্বে দ্বারের সম্মুখে ফিরিয়া আসিয়া হাস্যমুখে কহিল "আমি ফটকের দরোয়ানকে আদেশ দিয়ে রেখেছি, যেন আমার সইকরা পাশ ছাড়া আপনাকে ফটকের বাইরে যেতে না দেয়। অর্থাৎ আপনাকে আমি বন্দী ক'রে রেখেছি।" বলিয়াই সুমিতা হাস্যের ঝঙ্কার তুলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। আমার মানস-দৃষ্টিতে কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে সুমিতার মনমোহিনী মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। এই বাড়ীতে আগমনের পরের প্রতিদিনের কাহিনী রূপ পরিগ্রহণ করিল।

আমার মনে অতীতের ছবি ফুটিয়া উঠিয়া আমার চক্ষু সজল করিয়া তুলিল। অল্প-সময় পরে কক্ষের বাহিরে দ্রুত মৃদু পদশব্দ শুনিয়া, আমি সচকিতে মুখের অশ্রুচিহ্ন মুছিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সহসা দমকা বাতাসের সহিত এক ঝলক আলো কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিলাম, সুমিতা বিচিত্র বর্ণের একখানি সিল্কের সাড়ী পরিধান করিয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

"আসুন।" বলিয়া তরুণী সুমিতা আমার বেশভূষার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল এবং পুনশ্চ কহিল, "একি, কাপড় বদ্‌লান নি যে?"

আমি সংক্ষেপে কহিলাম, "এখন থাক। কিন্তু কোথায় যেতে হবে?"

দেখিলাম মুহূর্তের জন্য সুমিতার মুখ গম্ভীর হইয়া পুনশ্চ স্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিল। সে কহিল "আসুন, ব্রেক্‌ফাষ্ট সেরে নিই।" এই বলিয়া সে দ্বারের দিকে পা বাড়াইল!

আমি মুহূর্ত কয়েক দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। অল্পসময় পরে প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকার একটি প্রশস্ত ও ইউরোপীয়-প্রথায় সুসজ্জিত কক্ষের ভিতর উপস্থিত হইলাম। সেখানে দুইজন পরিচারক ও দুইজন পরিচারিকা টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

সুমিতা একবার আমার দিকে চাহিয়া, ভৃত্যগণকে খাবার দিবার জন্য আদেশ দিল।

চেয়ারে বসিয়া টেবিলে আহার করা আমার ইচ্ছা বিরুদ্ধ ব্যাপার হইলেও, পাছে সুমিতা মনে কোন আঘাত পায়, এই ভয়ে কিছু না বলিয়া

তাহার দ্বারা নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে উপবেশন করিয়া মৃদুহাস্যমুখে কহিলাম। "কি খেতে হবে?"

সুমিতা আমার সম্মুখে বসিয়া কহিল, "হাতীও না, পাহাড়ও না। যা মানুষে খায় এবং আমরা খাই, তাই আপনাকে খেতে দেওয়া হবে।"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "অনেক মানুষে এমন অনেক কিছু খায়, যা অন্য মানুষে খায় না। তেমনি আমিও এমন অনেক কিছু খাই না, যা অপরে তোয়াজ ক'রে খায়। যথা·········" এই অবধি বলিয়া সহসা আমি নীরব হইলাম।

সুমিতা অপলক দৃষ্টি মেলিয়া কহিল, "যথা?"

"যথা ডিম, মাংস, পেঁয়াজ, সিদ্ধ চাউলের অন্ন এবং·········" এই বলিয়া আমি পুনশ্চ নীরব হইয়া, সুমিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সুমিতা নিঃশব্দে চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে সে একটি রৌপ্য ডিসে করিয়া কিছু গরম লুচি, কিছু ভাজি ও মিষ্টান্ন লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং আমার সম্মুখে খাদ্যবস্তুগুলি রক্ষা করিয়া কহিল,, "নিন, খেয়ে নিন।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "তুমি খাবে না?"

সুমিতা একটু হাসিয়া কহিল, "আমার জন্য আপনাকে অস্থির হ'তে হবে না। আমি পরে খাব। নিন, আর মিথ্যে মিথ্যে আমাকে জ্বালিয়ে মারবেন না।"

একত্রে আহার করিবার জন্য আহ্বান করিয়া, সুমিতা যে কেন আহার করিতে বিরত রহিল, ইহা বুঝিতে না পারিয়াও, আমি জলযোগ শেষ

করিয়া লইলাম। সুমিতা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল, "আমার ড্রইংরুমে চলুন। আমি পাঁচ মিনিট পরেই আসছি।" এই বলিয়া সে একজন পরিচারিকাকে আমাকে ড্রইংরুমে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিল।

পরিচারিকার সহিত ড্রইংরুমে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বিলাতী আসবাবপত্রে সুপ্রশস্ত কক্ষটি পূর্ণ রহিয়াছে। আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। আমি এই ভাবিয়া নিজের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলাম যে, কেন সুমিতা কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে, দেখা করিবার জন্য অনুরোধ, পাঠ করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম? যে তরুণীকে বান্ধবী-রূপে পাইয়া মাত্র একটি বৎসর পূর্বেও নিজেকে সৌভাগ্যবান বোধ করিতাম, সেই তরুণী নিজমুখে আপনাকে আমার মত এক হতভাগ্যের হস্তে বিলাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেও, কেন সুখী হইতে পারিতেছি না?

আমি একটি বেতের চেয়ারে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। একটি দিনের কথা আমার মানস দৃষ্টিপটে ফুটিয়া উঠিল। সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া, নিয়মিত গল্প করিবার জন্য, সুমিতাদের বাড়ীতে আসিয়াছি। আসিয়া শুনিলাম, সুমিতা বাড়ী সংলগ্ন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছে। সুমিতার জননী, তিনি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি আমাকে বাগানে যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। আমি সুমিতার অনুসন্ধান করিতে করিতে উদ্যানের একস্থানে উপস্থিত হইতেই একটি কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে ভাসিয়া আসিল। বুঝিলাম, সুমিত্রা কাহারও সহিত আলাপ করিতেছে। কৌতূহল বশে নিকটে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে

দাঁড়াইতেই শুনিতে পাইলাম, সুমিতা বলিতেছে, "ওসব প্রেম, ভালবাসা স্রেফ্ নভেলে লেখা থাকে, ধীরা। আসল কথা হচ্ছে কি জানিস? পুরুষেরা স্বার্থের গন্ধ না পেলে কিছুতেই প্রেমে পড়ে না। হয় টাকার, নয় রূপের নেশা, চাই-ই চাই! তোর যদি টাকা না থাকে, আর যদি রূপ থাকে, তবে তোর প্রেমে পড়বার যুবকের অভাব হবে না। আমার বাবার টাকা আছে, আমি একমাত্র সন্তান, সুতরাং আমাকে একবার দেখে, আমার প্রেমে পড়েনি, এমন ছেলে আমি দেখি নি।" বলিতে বলিতে সুমিতা সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

শুনিলাম, সুমিতার বান্ধবী ধীরা বলিতেছে, "তোর কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে, মিতা। তোর মত যে-সব মেয়ের বাপের টাকা নেই, আর তোর মত যারা সুন্দরী নয়, তুই বলতে চাস্ যে, সে-সব মেয়েদের বিবাহ হবে না? সে সব মেয়েদের কোন ছেলে ভালবাসতে পারবে না?"

সুমিতা ঈষৎ উচ্চস্বরে কহিল, "না, পারবে না। পারাও উচিত নয়। এই পৃথিবীতে শুধু দেওয়া, কি শুধু নেওয়া নীতি বেশীদিন চলে না, ধীরা। যে সব মূর্খ স্রেফ্ ভাবপ্রবণতার বশে কোন মেয়ের ওপর দয়া দেখিয়ে বিবাহ করে, আমি জোর গলায় বলতে পারি, সে মেয়েও সুখী হয় না, আর সে গর্দভ ছেলেও প্রেমের মুখ দেখতে পায় না।"

ধীরা কহিল, "টাকা দিয়ে প্রেম, ভালবাসা কিনতে পাওয়া যায়, বলছিস?"

"হাঁ, বলছি! সত্যই পাওয়া যায়; বোকা মেয়ে। আমি বাজী রেখে বলতে পারি, স্রেফ্ টাকার জোরে আমি ডজন কয়েক ছেলেকে থাকের

জলে চোখের জলে হাবুডুবু খাওয়াতে পারি। দেখিস নি, যে-সব ছেলে আমাদের বাড়ীতে আসে, তারা আমার মুখের একটু হাসি দেখবার জন্য, আমার একটা কথা শোনবার জন্য কি রকম কাতর হ'য়ে থাকে?"

ধীরা বলিল, "দেখিনি মিতা। দেখ, আর যার সম্বন্ধেই তুই ও অভিমত প্রকাশ করিস, বিভাস বাবুর সম্বন্ধে যেন ও ভুল করিসনে, মিতা। আমি বহু যুবককে দেখেছি, তাদের মুখে যেন একটা জঘন্য ক্ষুধার আভাস সকল সময়ে ফুটে আছে দেখতে পেয়েছি, কিন্তু বিভাস বাবুর কোন ব্যবহারে আমি একটুও ওসবের আভাস দেখতে পাই নি, ভাই।"

সুমিতা মুহূর্ত কয়েক নীরবে থাকিয়া সহসা হাসিয়া উঠিল, কহিল, তবে দৈনিক নিয়মিত ভাবে হাজিরা দেন কেন, শুনি?"

ধীরার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় বেশ ধ্বনিত হইল। সে কহিল, "বলিস কি, মিতা? সংসারে টাকা ছাড়া আর কোন জিনিষ নেই? তুই কি বলতে চাস যে, বিভাস বাবুও তোর টাকার লোভে তোর মন গলাতে আসেন?"

সুমিতা কহিল, "তুই বড় স্পষ্ট হ'য়ে যাচ্ছিস, ধীরা। আমি বলতে চাইছি যে, বাস্তব ও কৃত্রিম অভিনয় মিশ্রনে এমন এক বৃত্ত তৈরী হ'য়ে ওঠে, যা দেখে সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা যায় না, যে কোন্‌টা কি? আজ যদি আমি কোন দৈব দুর্বিপাক বশে পথের ভিখারীর মত হয়ে পড়ি, তবেই এই প্রশ্নের বিচার করা যায়, যে আমার কাছে যারা আসে, তা'রা সত্যই আমাকে ভালবেসে আসে, না, আমার লক্ষ লক্ষ মুদ্রার প্রলোভনে আসে?"

ধীরা কহিল, "শুনছি যে, তোর বিয়ে বিভাস বাবুর সঙ্গেই স্থির হয়েছে, সত্যি নাকি রে?"

সুমিতা মুহূর্ত কাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "মা'র ইচ্ছা, তাই। কিন্তু আমারও একটা মত আছে, ধীরা।"

ধীরা কহিল, "তা'ত আছেই। কিন্তু বিভাস বাবুকে অপছন্দ করবার কোন হেতুইত দেখতে পাই নে আমি। আচ্ছা, তাঁর কে আছেন? বাড়ীর অবস্থা কি রকম?"

সুমিতা কহিল "ওঁর মা নেই, বাপ আছেন। বাবা, জমিদার।"

ধীরা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তার ওপর উনি গ্রাজুয়েট্ এবং রূপবান। হাঁ রে, মিতা, উনি প্রেম নিবেদন করেছেন ত?"

সুমিতা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "না, করেন নি। ওঁর মত লাজুক আর দু'টী নেই।"

ধীরা হাসিতে হাসিতে কহিল, "তুই তাঁর মন জানতে চেষ্টা করিস নি কেন?"

সুমিতা কৃত্রিম ভীতস্বরে উত্তর দিল, "ওরে বাবা! বিভাস দা' যে রকম মুখের ওপর অপ্রিয় সত্য কথা বলেন, তা'তে ও পরীক্ষা করতে আমার ভয় হয়।"

ধীরা হাসিতে হাসিতে কহিল, "এইবার বুঝেছি রে, বুঝেছি। তুইও তাঁকে ভালবেসে মরেছিস।"

সুমিতা নতস্বরে কি কহিল, আমি আর শুনিতে পাইলাম না, এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া, কোন বালিকার প্রেম কাহিনী শ্রবণ করা সম্পূর্ণ এক গর্হিত ও ভদ্রতা বিরুদ্ধ ব্যাপার চিন্তা করিয়া আমি নিঃশব্দে উদ্যান হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম।

প্রান্তরের মুক্ত বাতাস, ভারতের অগনিত মূক জনসাধারণ আমাকে প্রবল আকর্ষণে বাহিরে টানিতে লাগিল। আমি শান্ত কণ্ঠে কহিলাম, "আমাকে তুমি মার্জনা করো, মিতা! আমি কোন দিন বিষয়-কর্ম বুঝি না, তা'ছাড়া পরের চাকুরী বৃত্তি আমার ধাতে সইবে না।"

"পরের চাকুরী!" অস্পষ্ট ধীর স্বরে সুমিতা আবৃত্তি করিল। তাহার মুখে বেদনার আভাস স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। অভিমানে তাহার কণ্ঠ ক্ষণকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। পরে সে কহিল, "আপনাকে আমি কি অনুগত ভৃত্যের মত নিযুক্ত করতে চেয়েছি? একদিন যা'কে বান্ধবী ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, আজ কি তার কোন দাবিই আপনার ওপর নেই?"

আমি মৃদু হাস্য মুখে কহিলাম। "না, তা হয় না, মিতা! তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। কারণ আমি ইতিপূর্বেই এক বিরাট দায়িত্ব ঘাড় পেতে নিয়ে বসেছি। সুতরাং আমাকে যে তুমি দায়িত্ব হীন হবার অপরাধে অপরাধী করবার জন্য অনুরোধ করবে না, তা আমি জানি।"

সুমিতা গম্ভীর মুখে ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া কহিল। "আপনি একেবারে বদলে গেছেন, বিভাস দা। মানুষকে মানুষের মত বেঁচে থাকতে হ'লে, ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে হ'লে, অর্থের প্রয়োজন, এবং সেই অর্থ উপার্জন করতে হয়, দেখ্‌ছি মানবজীবনের এই অতি সাধারণ সূত্র টুকুও আপনি বিস্মরণ হয়েছেন। আমি আশ্চর্য হ'য়ে পড়্‌ছি এই ভেবে যে, আপনাকে এতখানি নীচে নামিয়ে আন্‌ল কোন্ দুষ্ট গ্রহে?"

আমি মৃদু হাস্য মুখে কহিলাম, "যে দেশের লোকের গড়ে দৈনিক আয়

শতের —

মাত্র ছ'পয়সা, সে দেশের লোকের জীবনধারণ করবার জন্য ধনী হবার প্রয়োজন হয় না; মিতা! আমি বহু চিন্তা করেছি, শেষে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি; যে আমি দেশের সেবা ক'রে আমার নশ্বর জীবনের গোণা দিন ক'টী কাটিয়ে দেব।"

সুমিতা ব্যঙ্গ হাস্যে মুখর হইয়া কহিল, দেশের সেবা করা শুধু পেটে ও পকেটে হয় না, বিভাস দা। দেশের ক্ষুধিত নর-নারী আমার মত আপনাকে দেখেই ভুলবে না। তা'রা এমন কিছু সত্যিকার বস্তু আপনার কাছে প্রত্যাশা করবে, যা দিয়ে তা'দের রাক্ষুসে ক্ষুধা তৃপ্ত হবে। সুতরাং আপনার পক্ষে দেশের সেবা করতে যাওয়ার মত হাস্যকর ব্যাপার আর কিছু নেই।"

আমি আহত হইলাম। কহিলাম, "মিতা, তুমি ধনের গর্বে মানুষকে ছোট ক'রে দেখে, শুধু নিজেকেই অপমান করছ। আমি বলেছি, আমি সেবাব্রতে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করেছি। কিন্তু থাক্, তুমি এখন ওসব কথা বুঝতে পারবে না।"

সুমিতা মুহূর্ত কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া হাস্যমুখে কহিল, "না, পারব না। তা'র চেয়ে চলুন একটু বাগানে ঘুরে বেড়াই। যা খেয়েছি, হজম হ'য়ে যাবে।"

আমি প্রতিবাদ না করিয়া সুমিতাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

ড্রইংরুমের দ্বারে সমুখে উপস্থিত হইয়া সহসা সুমিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং আমার আপাদমস্তক চকিতে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "দোহাই আপনার। ঐ জবড়জঙ্গ বীর বাহাদুরী পোশাকটা বদলে আসুন। আমি এখানে অপেক্ষা করচি।"

আমার মুখভাব মুহূর্তের জন্য আমার অজ্ঞাতসারে বোধ হয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আমি কিছু বলিবার পূর্বেই সুমিতা পুনশ্চ দ্রুতকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা, থাক্, থাক। আপনি আসুন।"

অজস্র অর্থ জলের মত ব্যয় করিয়া সুমিতার পিতা রায় বাহাদুর এক অপূর্ব উদ্যান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। আমরা বাগানের ভিতর উপস্থিত হইয়া, লাল কাঁকড় ঢালা পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথের দুই ধারে নানা বিচিত্র বর্ণের ও গন্ধের ফুল ফুটিয়া এক স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমি কিছু সময়ের জন্যও আমার জীবনের কর্কশ দিনগুলির কথা বিস্মৃত হইয়া গেলাম। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া কহিলাম, চমৎকার!"

সুমিতা ত্রস্তভাবে মুখ ফিরাইয়া আমার মুখভাব লক্ষ্য করিল। সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তবু ভাল!"

সুমিতা ঐ দু'টী শব্দে কি বুঝাইতে চাহিল, আমি ঠাওর করিতে পারিলাম না। আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে একটি বেঞ্চের নিকট উপস্থিত হইলাম। সুমিতা কহিল, "আসুন, এখানে একটু বসি।"

আমার সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া, সুমিতা সবুজবর্ণ বেঞ্চের এক-ধারে উপবেশন করিলে আমি অন্য ধারে বসিলাম। কিছু সময় নীরবে কাটিয়া গেল। এক সময়ে সুমিতা কহিল, 'একটা কথার জবাব দেবেন, বিভাস দা?"

আমি মৃদু হাস্যমুখে কহিলাম, "একটা কেন, মিতা? তোমার সকল প্রশ্নেরই জবাব দেব। বল, তুমি কি জানতে চাও?"

সুমিতা, কিছু সময় দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, মানুষের স্মৃতি-শক্তি কি এমনই দুর্বল, যে মাত্র একটি বৎসর পূর্বের সকল ঘটনা বিস্মৃত হয়ে যায়?"

আমি বুঝিলাম, সুমিতা আমাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিয়াছে। আমি কহিলাম, "একটী বৎসর কেন, মিতা, এমন সব ঘটনা আছে যা মানুষ মৃত্যুর সঙ্গেও সঙ্গে নিয়ে যায়।"

সুমিতার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, "তবে?"

আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। বুঝিলাম, সুমিতা আমার সম্বন্ধে একটা

হেস্তনেস্ত করিবার জন্য আমাকে লইয়া এই নির্জন স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। আমি মনস্থির করিয়া কহিলাম, "তুমি যদি প্রশ্ন ক'রে থাক; যে আমি কেন তবে বিস্মৃত হয়েছি; তা' হ'লে আমার উত্তর এই যে, আমি অতীত ঘটনার একটিও বর্ণ ভুলি নাই; মিতা।"

সুমিতা অন্য দিকে চাহিয়াছিল। সে একই ভাবে বসিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "তবে?"

আমি বিপদ গণিলাম। বুঝিলাম, উত্তর দেওয়া ব্যতীত নিষ্কৃতি পাইবার কোন পথ নাই। আমি কহিলাম, "যে-দিনের কথা তুমি জান্‌তে চাইছ, মিতা, সে দিনের অবস্থা আর বর্তমানে নেই। সেদিন আমি তোমার সঙ্গে সমভূমিতে দাঁড়িয়ে, তোমাকে আশা করেছিলাম। কিন্তু এখন? এখন আমার এই দৈন্য অবস্থায় অতীতের দাবি করবার ধৃষ্টতা কি কল্পনা করা যায়, মিতা?"

সুমিতা গম্ভীর স্বরে কহিল, "তবে কি সেদিনও আপনি অভিনয় করেছিলেন?"

আমি মৃদু হাস্য করিলাম। কহিলাম, "মিতা, তুমি কল্পনা ক'রে পুরুষের মনোভাব বুঝতে পারবে না। পুরুষ সেই প্রেমেই সুখী হয়, যে-প্রেম সম-ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে-প্রেম অসম-ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে যায়, সে প্রেমের হয় অপমৃত্যু, মিতা। একমাত্র এই কারণেই ধনী ও দরিদ্রের মিলন কখনও সুখকর ও শুভকর হয় না, মিতা। দয়া, করুণা যে মুহূর্তে প্রেমের ভিত্তি দখল ক'রে বসে, দুর্ভাগ্যের

সূচনা হয় তখনই। তোমাকে কি আমি অসুখী করতে পারি, মিতা?"

সুমিতা কিছু সময় নীরবে বসিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি যদি ভালবেসে থাক্‌তেন, তা হ'লে কিছুতেই এমন উদাহরণ দিতে পারতেন না।"

আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, "যে সময়ে আমি নিজেকে ধনবান জমিদারের সন্তান বলে জানতাম, সে সময়ে সত্যই তোমাকে আমি পূজা করতাম, ভালবাসতাম, আমার প্রতি অবসর মুহূর্তে তোমাকে চিন্তা করতাম, মিতা। কিন্তু কেন তুমি বুঝছ না, যে মুহূর্তে তুমি আমাকে তোমার ষ্টেট্‌ দেখাশুনা করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলে, সেই মুহূর্তেই তোমার মনে প্রভু-ভৃত্যের ধারণা সঞ্চারিত হয়েছিল, মিতা? আমাকে তুমি মার্জনা করো, মিতা। যা'কে একদিন—" এই অবধি বলিয়া অকস্মাৎ আমি নীরব হইলাম।

সুমিতা দৃঢ়স্বরে কহিল, "বলুন?"

"না, মিতা। আর আমি অপ্রিয় আলোচনা ক'রে তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না। আমি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করছি তুমি সুখী হও, তুমি আমার মত এক হতভাগ্যকে ভুলে যাও।" এই বলিয়া আমি মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলাম, "আমি জানি, তুমি শুধু তোমার মনের অকৃত্রিম করুণার বশেই আমায় এখানে আনবার জন্য অনর্থক অর্থ ব্যয় করেছ। কিন্তু আমি তোমাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি, যে তুমি যদি উপযুক্ত ঘরে ও পাত্রে নিজেকে উৎসর্গ করো, তা হ'লে আমার মত সুখী আর অন্য কেউ হবে না।"

সুমিতা অন্য দিকে মুখ ঘুরাইয়া বসিয়াছিল। সে বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া এক সময়ে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আপনি স্বদেশী দলে যোগ দিয়েছেন ?"

আমি চমকিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কিছু সময় আমার মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইতে চাহিল না। আমি বহু কষ্টে স্বর সংযত করিয়া কহিলাম, "আমি দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছি, মিতা।"

সুমিতা আমার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনার নামে ওয়ারেণ্ট বার হয়েছে ব'লেই কি, আপনি এখানে আসা অবধি কোথাও বার হন নি ?"

আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম, কোন উত্তর দিলাম না। সুমিতার স্বর ধীরে ধীরে উচ্চ হইতেছিল, সে পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু আপনার এই সব গুণের ইতিহাস বর্ণনা না ক'রে, অমন সাধু, দার্শনিক এবং মহাত্মা সেজে আমাকে অপমানিত করবার দুঃসাহস আপনার হয়েছিল কেন, বলতে পারেন ? আপনি কি ভেবেছিলেন, যে অতীতের মত বর্ত্তমানেও মিথ্যার জাল বুনে আমাকে আর একবার প্রতারিত করতে সমর্থ হবেন ? কি, নীরবে রইলেন যে ? উত্তর দিন ?"

আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে সুমিতার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। সুমিতা যে অতি মাত্রায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার মুখভাবে ও কথার স্বরে কোন সন্দেহ আমার ছিল না। এ ক্ষেত্রে আমি এমন কিছু পাছে বলিয়া ফেলি, যার ফলে মিতার উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাকে

বিকল করিয়া ফেলে, এই ভয়ে আমি নীরবে থাকাই শ্রেয় ভাবিয়া, কোন উত্তর না দিয়া নতমুখে বসিয়া রহিলাম।

সুমিতা নির্নিমেষ তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া তাহার ক্রোধ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল। সে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "ভেবেছেন আপনি, চুপ করে থাক্‌লেই নিজের গলদ ঢাক্‌তে পারবেন, না? দেশসেবার দোহাই দিয়ে, যা'রা দেশের লোকের সর্বনাশ করে, ধন হরণ করে, নিজেদের উদর পূর্ণ করবার সুযোগ নেয়, তাদেরই একজনের মুখে ধনীর মেয়েকে বিবাহ করায় পথে দার্শনিক বাধাতত্ত্ব আউড়ে যাওয়া কতখানি হাস্যকর প্রয়াস তা বুঝতে পারবার মত বুদ্ধিটুকুও কি আপনি নিঃশেষে হারিয়েছেন? কিন্তু আপনি কি চুপ ক'রেই থাকবেন, বিভাস বাবু?"

বিভাস বাবু! সুমিতার অন্যায় ভৎর্সনা আমাকে যত না বাজিয়াছিল, তাঁহার এই বাবু সম্বোধন মর্মান্তিক হইয়া আমাকে বাজিল। আমি বিবর্ণ মুখে আর্ত দৃষ্টি মেলিয়া কহিলাম, "আশা করি, তোমার কথা শেষ হয়েছে, মিতা?'

"সুমিতা দেবী বলুন।" এই বলিয়া অকস্মাৎ সুমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত দংশন করিবার পূর্বে শির সোজা করিয়া দাঁড়াইয়া পুনশ্চ কহিল, "যা'রা দেশ জননীকে সেবা করবার অভিনয় ক'রে, আপন গর্ভধারিণী জননীকে অপমানিত করে, যা'রা নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য দস্যুতা ক'রেও লজ্জিত হয় না, উপরন্তু

গর্বে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, যা'রা নারীকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজ হীন স্বার্থ পূরণের জন্য প্রয়াস পায়, এবং নিরীহ নারীকে প্রতারণা ক'রে তার সর্বনাশ সাধন ক'রেও লজ্জিত হয় না, সেই সব লোকের সংস্পর্শকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি। যান্ আপনি, এখনি যান্ এখান থেকে।"

আমি ম্লান হাস্য করিয়া কহিলাম, "তুমি অযথা উত্তেজিত হয়েছ, মিতা। তুমি ভুলে গেছ, আমি এখানে থাকবার জন্য আসি নি। তুমি আমাকে আহ্বান করেছিলে, তাই শত কাজ ফেলে আমি ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু শোন মিতা, আজ তুমি ভ্রম বশে আমাকে যত কটু কথা বল্‌লে, আমি সেজন্য তোমার ওপর কোনদিন এত টুকুও বিরূপ ভাবাপন্ন হব না। কারণ আমি জানি, তোমার শান্ত মুহূর্তে যখন এই ব্যাপার আলোচনা করবে, তখনই বুঝতে পারবে যে, আমি তোমার উত্তেজনার এতটুকুও হেতু ছিলাম না।" এই বলিয়া আমি মৃদু হাস্য করিলাম এবং সুমিতার জলন্ত নির্নিমেষ দৃষ্টির দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলাম, "একটা কথা আজ বলে যাই, মিতা। আমি যা'ই করি, যেখানেই থাকি, আমি এমন কোন কাজ আজ পর্য্যন্ত করি নি, বা কখনও করব না, যার ফলে আমার একমাত্র সম্বল চরিত্রে কোন দাগ লাগ্‌তে পারবে।"

সুমিতা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়া কহিল, "আপনার কোন কৈফিয়ৎ আমি শুন্‌তে চাই না। আপনি যান এখান থেকে।"

আমি কোন উত্তর না দিয়া চলিবার উপক্রম করিতেই, সুমিতা দ্রুতপদে আমার সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিল। সে ক্রুদ্ধস্বরে কহিল,

"যাবার আগে একটা কথা শুনে যান। আমি নিজমুখে আপনার মত একজন ভণ্ডের হাতে নিজেকে নিঃশেষে যে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, সে শুধু আপনি কত বড়ো মিথ্যাবাদী তা পরীক্ষা করবার জন্য। বুঝেছেন?"

আমার মনে হইল, হঠাৎ যেন আমার পৃষ্ঠে সপাৎ করিয়া এক ঘা চাবুক পড়িল। আমি অনুচ্চস্বরে কহিলাম, "পরীক্ষা করবার জন্য? আমি মিথ্যাবাদী?"

"নন্?" সুমিতা যেন ফাটিয়া পড়িল। সে অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "যার বাড়া নারীর সর্ব্বনাশ নেই, যা'র বাড়া নারীর লজ্জা নেই, যা'র বাড়া প্রতারণা নেই, আপনি সে সবের প্রত্যেকটি নিপুণভাবে সম্পন্ন করেছেন। আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জানেন? আপনাকে পুলিসের হাতে তুলে দিই।"

এমন সময়ে একজন পরিচারিকা রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া, সুমিতাকে কহিল, "দিদিমণি, দিদিমণি, কয়েকজন পুলিসের লোক এসে, বিভাস বাবুকে খুঁজছেন, ম্যানেজার বাবু তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি আপনাকে গোপনে সংবাদ দেবার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন।"

দেখিলাম, সুমিতার মুখ হইতে সকল ক্রোধের আভাস একেবারে মুছিয়া গেল। পরিবর্তে সেখানে ভয়, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার আভাস ফুটিয়া উঠিল। আমি শান্তকণ্ঠে কহিলাম, "ভগবান তোমার প্রার্থনা

স্বকর্ণে শুনেছেন, মিতা। এস, আমাকে পুলিশের হাতে অর্পণ করবে।” এই বলিয়া আমি অগ্রসর হইবার জন্য পা বাড়াইলাম।

সুমিতা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে আত্ম-সম্বরণ করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “আমার চরম সর্বনাশ করেও কি তোমার আশা মেটে নি? আমি কিছুতেই তোমাকে পুলিসের কাছে যেতে দেব না। তুমি যা’ই কেন না আমার ক’রে থাক, আমি তোমার কোন অনিষ্টের হেতু হব না। এস, আমি তোমাকে খিড়কী পথে বা’র ক’রে দিই।”

আমি কিছু বলিলাম না। আমার ধরা দিবারও ইচ্ছা ছিল না। কারণ তখন পর্যন্ত আমার সকল কাজই অসম্পন্ন অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহা হইলেও আমি সুমিতার আচরণ দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। আমার কথা বলিবার শক্তি পর্যন্ত রহিত হইয়া গেল। আমি সুমিতার পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম।

অল্প সময় পরে খিড়কীর ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। সুমিতা দ্বার খুলিয়া দিয়া কহিল; “যাও।”

আমি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া কহিলাম, “আমার একটা কথা এখনও বলা হয় নি, মিতা। আমি—

সুমিতা দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়া, একরূপ ঠেলিতে ঠেলিতে দ্বারের বাহির করিয়া দিয়া কহিল, “যা বলেছ, যা জেনেছি, তা’ই আমার পক্ষে প্রয়োজনের চেয়েও প্রচুর। শুধু এই দয়া টুকু ক’রো, আমার সুমুখে আর কোন দিন এস না।”

—সাতাশ—

আমার মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমি কিছু বলিতে গিয়া সহসা দেখিলাম, বাগানের ক্ষুদ্র দ্বারটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আমি কলিকাতার অসংখ্য ক্ষুদ্র গলির মত একটা গলিতে দাঁড়াইয়া আছি। একটি রিক্সাওয়ালা পথ না পাইয়া বলিতেছে, "হট্ যাও, বাবু হট্ যাও।"

আমি সচকিত হইয়া নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াইলাম।

—আঠাস—

পুরুষ কখনও মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে পারে না। সে তাহার সামান্যতম অভাব পূরণ করিবার জন্যও আকাশ-পৃথিবী তোলপাড় করিয়া ফেলে। সে কম্বুকণ্ঠে আপন দাবি ঘোষণা করিতে গর্ব বোধ করিয়া থাকে। নারী অভাবের নিদারুণ তীব্র বেদনাও মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া থাকে। কিন্তু অবস্থার বিপাকে পড়িয়া, অথবা তীব্র বেদনায় আত্মহারা হইয়া যদি কখনও সীমা অতিক্রম করিয়া আপনার গোপন বেদনার ইতিহাস পুরুষের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে, এবং সেই পুরুষ যদি নারীর দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার বেদনা উপশমের হেতু না হইয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে, তবে সেই প্রকাশের লজ্জা নারীকে যেরূপ ভীষণ আঘাত দেয়, তাহার পরিমাপ করা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য সমস্যা। সেদিন অপরাহ্নে অবসর পাইয়া, আমি বেনারসের রিলিফ ক্যাম্পের সম্মুখে একটি ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম। যেদিন সুমিতা আমাকে পুলিসের ভয়ে বাগানের ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিল, তাহার পর ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। গত ছয় মাস কাল আমি নানা স্থানে

অভন্মুরক্তাক

রিলিফের কার্য করিয়া, অবশেষে বেনারসে আসিয়াছি। আমি যে রিলিফ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার হইয়া সেবাকার্য ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার হেড্‌কোয়াটার কলকাতায়, সে সময়ে ভূমিকম্পে বেহার ও বেনারসের অবস্থা সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ হইয়াছিল। প্রথমত আমি বেহারে কাজ করিতেছিলাম, কিন্তু জানি না, কোন অজ্ঞাত কারণ বশত কর্তৃপক্ষ আমাকে বেনারসে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সারাদিন সহকারীগণের সহিত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যে আমার সহকারীগণ আমাকে কিছুতেই অপরাহ্নে বাহির হইতে না দিয়া, বিশ্রাম গ্রহণ করিবার জন্য বাধ্য করিয়া গিয়াছে।

আমি ভাবিতেছিলাম। তরুণী সুমিতার চিন্তা আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছিলাম না। আমার অবসরের প্রতি মুহূর্তটি সুমিতার চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

গত ছয় মাস কাল, সুমিতার কোন সংবাদ পাই নাই। সংবাদ লইবার চেষ্টাও করি নাই। কারণ তাহা হইলে বাঙলার পুলিস আমাকে, যে-কাজ করি নাই, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য বিব্রত করিয়া তুলিবে। সেদিন সুমিতা বলিয়াছিল, যে আমার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। সে ক্রোধের বশে অতিশয়োক্তি করিয়াছিল। কারণ আমি বিশেষরূপেই জানি, এমন কোন কাজ করি নাই, যাহার জন্য পুলিস আমাকে এতখানি ভয়াবহ জীব বলিয়া ধারণা করিবে। আমি অনাথ-আতুর দরিদ্রের সেবা করাকে দেশসেবার তুল্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

সুমিতা! আমি যখন কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম, তখন হইতেই সুমিতার পিতার বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমাদের পরিচয় ধীরে ধীরে প্রগাঢ় হইতেছিল। আমার প্রথম যৌবনে অসামান্যা মেয়ে প্রথম যৌবনের মধুময় ছন্দে আমার মনে যে গভীর দাগ কাটিয়াছিল, আজও ঠিক তেমনি অম্লান অবস্থায় জাগিয়া আছে। আমি ভালবাসিয়া ছিলাম। আমার ভালবাসার তুলনা করি, তেমন কিছু উদাহরণ আমার জানা নাই। আমি মনে করিতাম, সমগ্র জগতে মাত্র একটি তরুণী মেয়েই আছে, যাহার তুলনা কাহারও সহিত করা চলে না, করা যায় না। সুমিতার হাসি, ক্রোধ, ঘৃণা, কথা, এক কথায় তা'র সব কিছুই আমার চক্ষুতে অভিনবরূপে ধরা দিয়াছিল। আমি তাহার প্রতিদিনের প্রতি কাজ দেখিয়া ভাবিতাম, আমি তাহার বিভিন্ন রূপের নব নব বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

সুমিতার কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে বীণার মত ঝঙ্কৃত হইত। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পলক ফেলিতে বিস্মৃত হইতাম। আমি আপনাকে ভুলিয়া যাইতাম।

এমন যে তরুণী, মধুময়ী নারী, সুমিতা, যাহার মুখের একটীমাত্র কথায় আমি নিঃশেষে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারিতাম, সেই সুমিতাই যখন নিজমুখে আমাকে প্রার্থনা করিয়া বসিল, আমি উপেক্ষা দেখাইলাম কি করিয়া? যাহার স্মৃতি আমার দুঃখ-বেদনাভরা-কর্কশ দিনগুলিকে সহনশীল ও মধুময় করিয়া তোলে, তাহার নিজেকে অযাচিতভাবে বিলাইয়া দেওয়ার

সৌভাগ্যকে গ্রহণ করিতে পারিলাম না, ইহার অপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা আমার জীবনে আর কি হইতে পারে ?

আমি আপনাকে প্রশ্ন করিলাম, তবে কি আমি সুমিতাকে ভালবাসি নাই ? তবে কি আমি এতদিন আপনাকে আপনি প্রতারিত করিয়াছি ? নইলে, এমন অসম্ভবও সম্ভব হইল কি প্রকারে ?

আমি দরিদ্র, আমি গৃহহীন, আমি যাযাবর জীবন যাপন করিতেছি। আমি সেই সর্বসুখে লালিতা তরুণীকে, তাহার প্রাচুর্যের ভিতর হইতে, আমার রিক্ত, হৃৎসর্বস্ব মন পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিবে কি করিয়া ? কুণ্ঠা, দ্বিধা, হীনতা প্রবাহে কি আমার পবিত্র প্রেম কলুষিত হইয়া যাইবে না ? আমি কি আপনাকে সর্বক্ষণ সুমিতার উপর নির্ভরশীল, অন্ন ধ্বংসকারী একটা অধমজীব বলিয়া ধারণা করিব না ? একদিন যাহাকে সমভূমিতে দেখিয়া আমার মানসী, সহচরী, জীবন সঙ্গিনী বলিয়া কল্পনা করিয়া আনন্দ শিহরণে শিহরিয়া উঠিতাম, তাহাকেই কর্ত্রী ভাবিয়া সর্বদা কুণ্ঠিতচিত্তে বাস করা কি কখনও সম্ভবপর ব্যাপার ?

প্রেমের যদি সমাধিই হইল, তবে সুখী হইব কি করিয়া ? সুমিতাকে সুখী করিব কি দিয়া ? সুমিতার রাজৈশ্বর্য্য অহঙ্কারকে যদি সর্বক্ষণ চোখে না দেখা চোখের বালির মত যন্ত্রণা দিত, তবে আমি কি তাহা সহ্য করিতে পারিতাম ? পত্নীকে যদি অসঙ্কোচ গ্রহণ করিতে না পারিলাম, তবে অভিনয় করিয়া নিজেকে হীনতার পঙ্কে মগ্ন করিব, আমি কোন প্রলোভনে ?

অর্থ? সম্পদ? ঐশ্বর্য! কি হইবে আমার এই সবে? বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, মানুষের যেটুকু প্রয়োজন তাহার বেশী অর্থ লইয়া আমি কি করিব? অর্থে কি মানুষকে সুখী করিতে পারে? না, না, না, আমি আপনাকে বিক্রীত করিয়া অর্থের দাস হইতে চাহি না। আমি দরিদ্র হইতে পারি, আমি হীন হইব না। আমি ঐশ্বর্যহীন হইতে পারি, তবু প্রতারণা করিয়া অপরের ঐশ্বর্য ভোগ করিব না।

সুমিতা আমাকে তাহার ষ্টেট দেখাশুনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। একদা যে তরুণীর মনে অনাবিল স্বপ্ন ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, সেই তরুণী মেয়ের মন হিসাবনিকাশে মগ্ন হইয়াছে। অর্থের যে প্রভুত্বকারী মাদকতা আছে, সুমিতা তাহার স্বাদ পাইয়াছে। সুমিতা অর্থের দাসী হইতে চলিয়াছে, সুমিতার সে নির্মল মন অবশেষে সম্পদের মোহে অভিভূত হইয়াছে। সুমিতা আপনাকে হারাইয়াছে, সুমিতার মন পাষাণে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

একদিনের কথা মনে পড়িল। সুমিতা অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া এমন ভুবন-মোহিনী রূপ ধারণ করিয়াছিল, যে তাহার দিকে চাহিয়া সহসা চক্ষু ফিরাইয়া লইতে কোন পুরুষের সাধ্য ছিল না। সুমিতা শুধু নিজেই তাহার ভুবনমোহিনী রূপ সম্বন্ধে সজাগ ছিল না। আমি তাহার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছি, দেখিয়া, সে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল, "কি দেখছেন?"

আমি বলিয়াছিলাম, "এমন এক অপরূপা দেবীকে দেখছি। সু, যা'কে কখনও দেখা দূরে থাকুক, যাকে কল্পনা পর্যন্ত ও করতে পারি না।"

অতনুর ডাক

সুস্মিতা রহস্যময় হাস্যের সহিত বলিয়াছিল, "আমি কি এতই কুৎসিৎ বিভাস দা ?"

আমি মনে বেদনা পাইয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম, "তুমি যে কি সুস্মিতা তুমি যেদিন জানতে পারবে, সেইদিনই আমার চরম সর্বনাশের দিন এগিয়ে আস্‌বে।"

সুস্মিতা তাহার আয়ত দৃষ্টি দু'টি আমার মুখের উপর ফেলিয়া বলিয়াছিল, "যান! কি যে সব বলেন! সত্যি বলুন না, এই কাপড়খানায় কি সত্যই আমাকে মানিয়েছে ?"

আমি কোন উত্তর দিই নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, যে ভাগ্যবানের গৃহে এই দেবী গমন করিবে, তাহার সৌভাগ্য দেখিয়া জগতের তাবত পুরুষ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিবে।

"সুস্মিতা! সুস্মিতা!" আমি দুই চক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তা করিতেছিলাম, অকস্মাৎ অস্ফুটস্বরে দুইবার সুস্মিতার নাম উচ্চারণ করিতেই, একটি হাসির শব্দ উত্থিত হইয়া আমাকে চমকিত করিল। আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম, সুরেশ আমার সহকারী, আমার বন্ধু, কখন আমার পার্শ্বে অপর একখানি চেয়ারের উপর আসিয়া বসিয়াছে, আমি জানিতে পারি নাই।

সুরেশ আমাকে লজ্জিত মনে করিয়া কহিল, "সুস্মিতা দেবী কে দাদা ?"

সুরেশ আমার অপেক্ষা তিন বছরের ছোট। সে আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে। আমি এ প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য কহিলাম, "ওসব কথা থাক। এখন বল, কতদূর কাজ এগুলো ভাই ?"

"ওটা ত আমার প্রশ্নের উত্তর হ'ল না দাদা? বলুন না, সুমিতা দেবী কে?" সুরেশ আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করিল।

আমি বিরক্ত হইয়াও বিরক্ত প্রকাশ করিলাম না। হাস্য মুখে কহিলাম, "অন্য একদিন এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করব, সুরেশ। এখন বল আমরা কতদিনে কাজ শেষ করে ফিরতে পারব?"

সুরেশ কহিল, "কোথায়? কলকাতায়, দাদা?"

আমি কহিলাম, "যে কোন একস্থানে। আমার এ জায়গাটা ভাল লাগছে না, সুরেশ।"

সুরেশের মুখ উৎকণ্ঠায় ভরিয়া গেল। সে কহিল, "কেন বলুন ত? আপনার শরীর কি ভাল নেই, দাদা।"

"আমার শরীরের কথা থাক্, সুরেশ। এখন বল, আমাদের এখানের কাজ শেষ করতে আর কতদিন লাগবে?" আমি সুরেশের দিকে চাহিয়া কহিলাম।

সুরেশ কহিল, "আগামী সপ্তাহের পূর্বে কিছুতেই আমরা কাজ শেষ করতে পারব না, দাদা।"

"আজ কোথায় খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে?" আমি জানিতে চাহিলাম।

সুরেশ কহিল, "[illegible] ছোয়, দাদা। আগামী কাল প্রাতে সারনাথের দিকে আমাদের যেতে হবে। আচ্ছা, আমাদের জন্য কোন নতুন ট্রাক্ আসছে কিনা, সংবাদ পেয়েছেন?"

আমি কহিলাম, "না। আজ পর্যন্ত কোন সংবাদ পাই নি।" এই বলিয়া আমি মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলাম, "তুমি

বলতে চাইছ যে নূতন সরবরাহ এলে, আমাদের অবস্থান আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে ?"

"হাঁ, দাদা।" এই বলিয়া সুরেশ মুহূর্ত কয়েক চিন্তিত থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "পুণ্যভূমি কাশীতে দান করে অতি সহজে পুণ্যলাভের জন্য কয়েকজন ধনী নরনারী দাতব্য-কার্য আরম্ভ করেছেন। তাঁদের ভিতর বেশীর ভাগই অবাঙালী। শুনলাম, একটি ধনী বাঙ্গালী-মহিলা এক লক্ষ টাকা বেনারসের দুঃস্থ বাঙ্গালীদের মধ্যে বিতরণ করবার জন্য এখানে এসেছেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "দুঃস্থদের ভিতর কি বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর পার্থক্য আছে, সুরেশ ? দেখছি, নানা কারণে আমাদের মন এমন কলুষিত হয়ে উঠেছে, যে বিপন্ন সাহায্য কার্য্যেও প্রাদেশিক বিদ্বেষভাব প্রবেশ করেছে। আমি কিছুতেই এমন নিষ্ঠুর প্রথা সমর্থন করতে পারি না, সুরেশ।"

সুরেশ ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "মহিলাটির কোন সঙ্গত হেতু থাকতে পারে, দাদা। আমরা তাঁ'র সম্বন্ধে কিছু না জেনে কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে পারি না।"

আমি সোজা হইয়া বসিয়া কহিলাম, "[illegible] হেতু থাকাও সমীচীন নয়, সুরেশ। বিপন্নদের, ক্ষুধার্তদের কি জাতি আছে ? যতদিন না আমরা এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব ত্যাগ করতে পারব, ততদিন আমাদের মুক্তি নেই।"

সুরেশ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "না, দাদা, আমি আপনাকে এই

করুণাময়ী মহিলাটীর ওপর কোন দোষারোপ করতে [illegible] তো
আপনি ত জানেন দাদা, যে বাঙ্গলার রক্ত শোষণ ক'রে ফাত [illegible] হ'য়েও বহু
অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালীকে সাহায্য করা দূরে থাক, ঘৃণা করে ? তা'রা
বাঙ্‌লায় ব্যবসা ক'রে কোটী কোটী টাকা লাভ ক'রেও বাঙালী-কর্ম্মচারী
পর্য্যন্ত রাখে না। তা'রা নিজ প্রদেশ থেকে স্বজাতীয়দের নিয়ে গিয়ে
কারবার চালায়, এমন শত শত উদাহরণ আমি দিতে পারি।"

আমি ম্লানস্বরে কহিলাম, "আমি সে-সব ব্যক্তিকে সমর্থন করি না,
সুরেশ। আমি বিশ্বাস করি, যতদিন না ভারতবাসী অখণ্ড ও অবিভাজ্য
ভারতকে আপন মাতৃভূমি ও আপনার পরিচয় একমাত্র 'ভারতবাসী'
দিতে সক্ষম হবে, ততদিন আমাদের সত্যকার মঙ্গল হবে না।" এই
বলিয়া আমি নীরবে হাস্য করিলাম। পুনশ্চ কহিলাম, "তুমি যে
মহিলাটির কথা বল্‌লে, খুব সম্ভবত তিনিও অবাঙ্গালীদের নানা অন্যায়
ব্যবহার লক্ষ্য ক'রে আপন মন বিষাক্ত করে ফেলেছেন, এবং তা'রই
ফলে তিনি শুধু আপন স্বজাতীয় দুঃস্থদের সাহায্য করতে মনস্থ
করেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, যে তিনিও অন্যায় করছেন এবং
যাঁরা ঐ অন্যায়ের [illegible] প্ররোচনা জুগিয়েছেন তাঁরাও অন্যায় করেছেন।
ফলে, কি হয়েছে জান, সুরেশ ?

সুরেশ আগ্রহভরে কহিল, "আপনিই বলুন, দাদা ?"

"এই হয়েছে, যে আমাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষভাব প্রবলতর
হ'য়েছে।" আমি ধীরস্বরে কহিলাম।

সুরেশ মৃদু হাস্যমুখে বলিল, "আপনি যেরকম ভাবে মহিলাটির ওপর

উত্তেজিত হয়ে প'ড়েছেন, দাদা, তাঁ'র অনুরোধ আপনার কাছে পেশ করতে ভীত হচ্ছি।"

আমি বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, "তুমি কি বল্‌তে চাও, সুরেশ ?"

সুরেশ কহিল, "মহিলাটির একজন কর্ম্মচারী আমাদের সেণ্টারে এসে বললেন, যে আপনাদের ম্যানেজার মশায় যদি অনুগ্রহ ক'রে কোন সময়ে তাঁর কর্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করেন, তবে তিনি পরম বাধিত হবেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "বাধিত হবার তাঁর হেতু ?"

সুরেশ কহিল, "আমি অনুসন্ধান করেছিলাম, দাদা। তিনি বল্‌লেন, যে বেনারসে তাঁরা নূতন এসেছেন এবং কোন্ প্রথার কাজ আরম্ভ করলে, সত্যকার দুঃস্থেরা সাহায্য পাবে, তাঁ'রা জানেন না। উপরন্তু তিনি এবং তাঁর কর্ত্রী আমাদের কথা নানাজনের মুখে শুনে, আমাদের উপদেশ ভিক্ষা করবার জন্য তাঁর ম্যানেজারকে পাঠিয়েছেন।"

আমার মন হইতে সকল দ্বিধা ও আপত্তির ভাব দূর হইয়া গেল। আমি কহিলাম, "উত্তম, আমি যাব, সুরেশ। কিন্তু কোথায় ?"

সুরেশ অতি মাত্রায় খুশি হইয়া পকেট হইতে একটি শ্লিপ বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। আমি শ্লিপটী পাঠ করিয়া দেখিলাম, যে মহিলাটি বাঙ্গালী-টোলার কোন এক বাড়িতে বাস করিতেছেন। আমি কহিলাম, "বেশ, আজই সন্ধ্যার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করব, সুরেশ।"

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে, আমি বাঙ্গালী-টোলার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। ভীষণ ভূমিকম্পে বহু অট্টালিকা ভূমিস্মাৎ হইয়া বহু লোকের প্রাণ হানি হইয়াছে, বহু লোককে পথের ভিখারীতে পরিণত করিয়াছে। অসংখ্য বিকলাঙ্গ নরনারী, শিশুর চিৎকারে তখনও পর্য্যন্ত নানা আশ্রয় স্থান মুখরিত হইতেছে। আমি ভারাক্রান্ত মন লইয়া ধনী-মহিলার আবাসস্থান উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিলাম।

কিছু সময় পরে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হইতেই দেখিলাম, বহির্বাটীর একটি কক্ষে দুইজন ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, আমার ছদ্মনাম অমর কুমার বসু এবং সেবা-সাহায্য প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার আমি তাহা জানাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং আমাকে মহা সমাদরে কক্ষের ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

আমি তাঁহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে, বয়স্ক ভদ্রলোকটি বিনীত স্বরে কহিলেন, "আমার নাম মহেশ্বর মুখোপাধ্যায়। ষ্টেটের ম্যানেজার আমি, আর ইনি" "এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় ভদ্রলোককে দেখাইয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমার সহকারী, নাম, শৈলেন কর।"

আমি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলাম, "আপনার কর্ত্রীকে সংবাদ দিন, মহেশ্বর বাবু।"

মহেশ্বর বাবু বিনয়ের অবতার স্বরূপ হইয়া কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, সংবাদ চলে গেছে।"

আমি কহিলাম, আপনারা কি সাহায্য কার্য আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন, মহেশ্বর বাবু?

মহেশ্বর বাবু কহিলেন, "আজ্ঞে, না। এখনও এক সপ্তাহ হয় নি, আমরা এখানে এসেছি। তা'ছাড়া, এখানের ব্যাপার সম্বন্ধে, আমরা কোন কিছুই জানি না। তাই কর্ত্রী-মা, আপনাদের সাহায্য গ্রহণ করবার জন্য আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "পিছনে অসংখ্য দুঃস্থদের ফেলে, আপনারা এতদূরে এলেন কেন, মহেশ্বর বাবু?"

প্রবীন ম্যানেজারের মুখে স্নিগ্ধ ও শুভ্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আমরা স্থির করি না, অমর বাবু। আমরা আদেশ পালন করি।"

এমন সময়ে অন্দর মহলে সংযোগ দ্বারের পর্দ্দা নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন পরিচারিকা পর্দার বাহিরে আসিয়া কহিল, "মা এসেছেন, ম্যানেজার বাবু। তিনি ভদ্রলোককে সব কথা বলবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছেন।"

ম্যানেজার, মহেশ্বর বাবু বিনীত কণ্ঠে কহিলেন, "মা'কে বলো আমি অমর বাবুকে সব কথা বলেছি।"

অল্প সময় পরে পরিচারিকা সত্নু কহিল, "মা জিজ্ঞাসা করছেন। আপনি কা'কে বলেছেন, ম্যানেজার বাবু ?"

ম্যানেজার বাবু কহিলেন, "এই ভদ্রলোককে। এই ভদ্রলোকের নাম, অমর বাবু।"

পরিচারিকা সত্নু কহিল, "উনি আমাদের সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন ?"

ম্যানেজার বাবু আমার দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাহিলেন। আমি কহিলাম, "আপনারা কিরূপে সাহায্য চান, তা' না জানা পর্য্যন্ত উত্তর দিতে পারি না।"

সত্নু কহিল, "মার ইচ্ছা, যে আপনি মা'র দেওয়া টাকাটা দুঃস্থ বাঙালী-দের ভিতর ভাগ করে দেন। আপনাকে আমরা বেগার খাটাব না অবিশ্যি। মা বলছেন, যে......"

বাধা দিয়া আমি কহিলাম, "আমি পারিশ্রমিক চাই না। তবে আমার একটা আপত্তি আছে। আমার ইচ্ছা, যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে দুঃস্থেরা ধন-সাহায্য লাভ করুক। কিন্তু আপনাদের যদি তা'তে আপত্তি থাকে,......"

পরিচারিকা মুহূর্ত্ত কয়েক পরে কহিল, "মার তাতে আপত্তি আছে। তিনি চান, যেন সমগ্র টাকাটা বাঙালী দুঃস্থরাই পায়। আপনি কি দয়া ক'রে এই ভার গ্রহণ করবেন ?"

আমি কহিলাম "আমার অপেক্ষা অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি এখানে

রয়েছেন। উনি যদি একজন কর্মঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে এই ভার প্রদান করেন, তাহলে……"

আমার কথা শেষ করিবার সুযোগ না দিয়া সন্থ কহিল, "মা জানতে চাইছেন, আপনি দয়া করে এই ভার গ্রহণ করবেন কি না?"

আমি কহিলাম, "আমার উপরে বড় বেশী দায়িত্ব আপনারা অর্পণ করতে চাইছেন। তা'ছাড়া আমি যে-কাজের ভার নিয়ে এখানে এসেছি, তা' আপনারা জানেন। তা' সত্ত্বেও, যাদের জীবনের উদ্দেশ্য-সেবাধর্মে জীবন উৎসর্গ করা তা'রা কখনও দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না।"

পরিচারিকা কহিল, "মা, অত্যন্ত সুখী হয়েছেন। তিনি আগামী কাল ম্যানেজার বাবুকে আপনার নিকট পাঠাবেন, তাঁর সঙ্গে সকল ব্যবস্থা দয়া করে শেষ করে ফেলবেন।"

আমি সম্মতি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই, সংলগ্ন কক্ষের ভিতর হইতে অস্পষ্ট দ্রুত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। পরক্ষণেই পরিচারিকা কহিল, "ম্যানেজার বাবু, অমর বাবুকে একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে যেতে দেবেন না। মা এখনি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছেন।" বলিতে বলিতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, কোন প্রতিবাদ ফলপ্রসূ করিবার সাধ্য কর্মচারীদের নাই। ষ্টেটের ম্যানেজার, মহেশ্বর বাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনার বাড়ী কি কলকাতায়, অমর বাবু?"

আমি কহিলাম, "না। আমার বাড়ী, হুগলি জেলার কোন পল্লীগ্রামে ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তা'র কোন অস্তিত্ব নেই।"

মহেশ্বর বাবু দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া নীরবে বসিয়া খাতা-পত্র দেখিতে লাগিলেন।

অল্পসময় পরে একজন পরিচারিকা দ্বার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, আমার দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "দয়া ক'রে আসুন, আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে।"

আমি মহেশ্বর বাবুর নির্বিকার মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং পরিচারিকার সহিত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

পরিচারিকা আমাকে লইয়া বাড়ীর দ্বিতলে একটি সুসজ্জিত কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। আমি কুণ্ঠিত চিত্তে একবার কক্ষখানির উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইলাম, দেখিলাম, তখনও খাবার দেওয়া হয় নাই।

পরিচারিকা সবিনয় স্বরে কহিল, "আপনি বসুন। আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

আমি একটি চেয়ারের উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার মানস দৃষ্টিতে আর একটী পরিচিত আবেষ্টনীর দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। সেখানেও এইরূপ আদবকায়দা ও রীতিনীতির ভিতর দিয়া সমাদরের পরিচিত ধারা, বহুদিন পরে আমার মন সচকিত ও সজাগ করিয়া তুলিল। একটি অসামান্যা তরুণীর হাস্য কলরবের ভিতর দিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আত্মীয়তায় সুর আমার মণের প্রত্যেকটি অনুভূতিকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিত, তাহা চিরকালের জন্য লয় পাইয়া গিয়াছে। আমার জীবনে আর কোনদিন সেই দৃশ্যের সমাবেশ হইবে না। আর কোন দিন সেই পরিচিত আবেষ্টনীর ভিতর ফিরিয়া যাইতে পারিব না।

অন্তনুর ডাক

সহসা আমার চিন্তা স্রোত বাধা পাইল, শুনিলাম, একজন পরিচারিকা আমাকে আহ্বান করিতেছে। দেখিলাম, মেঝের একস্থানে একখানি রেশমের আসন পাতিয়া, বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী রক্ষিত হইয়াছে। আমি চমকিত হইয়া কহিলাম, "আমি ত এত খেতে পারব না। মিথ্যে নষ্ট করে লাভ নেই। তুমি সামান্য কিছু রেখে সব তুলে নিয়ে যাও।"

পরিচারিকা নত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আপনি খেতে বসুন। কিছুই নষ্ট হবে না। মা বলছেন, এমন কিছু বেশী খাবার দেওয়া হয় নি যা আপনি আহার করেন না।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম, পরিচারিকার পিছনে একটি ভেল্‌ভেট্‌ পর্দা টাঙ্গানো রহিয়াছে। বুঝিলাম, পর্দার পিছনে স্বয়ং কর্ত্রী উপস্থিত রহিয়াছেন। আমি আর ব্যর্থ বাদানুবাদ না করিয়া আহার করিবার জন্য আসনের উপর বসিলাম। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, একদা যে-সব বস্তু আমি আহার করিতে সর্বাধিক ভাল বাসিতাম বাছিয়া বাছিয়া তাহাই দেওয়া হইয়াছে।

আমি বিস্মিত হইয়া পরিচারিকার মুখের দিকে চাহিলাম, পর মুহূর্ত্তে আহার করিতে আরম্ভ করিলাম।

এক সময়ে পরিচারিকা কহিল, "মা শুনেছেন, যে আপনার দেশের বাড়ীর কোন অস্তিত্ব নেই। শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করেছেন। তিনি জানতে চাইছেন, আপনার কোন আত্মীয়স্বজন, কি বন্ধু-বান্ধব পর্য্যন্ত নেই?"

আমি সহসা বিরক্তি বোধ করিয়া কহিলাম, "অনেকেই ত ছিলেন। কিন্তু এখন কে আছেন আর নেই, তা জানবার সুযোগও আমার নেই।"

কিছু সময় পরে পরিচারিকা কহিল, "মা বলছেন, তাঁর এই সব অনধিকার চর্চার জন্য আপনি তাঁ'কে মার্জনা করবেন। আপনার এখানের রিলিফ শেষ হ'লে কি কলকাতায় ফিরে যাবেন?"

আমি চিন্তিত স্বরে কহিলাম, "এখন পর্যন্ত আমি কিছুমাত্র আদেশ অবগত নই। আমার হেড অফিস যদি ফিরে যাবার আদেশ দেন, তবেই কলকাতায় ফিরে যাব, নচেৎ অন্য যে-কোন স্থানে যেতে আদেশ হবে, সেইখানে যাব।"

পরিচারিকা কহিল, "এই রিলিফ কাজ কতদিন চল্‌বে!"

আমি কহিলাম, "আমি কিছুই জানি না।"

ইহার পর পরিচারিকার নিকট হইতে আর কোন প্রশ্ন আসিল না। আমি যথাসাধ্য আহার্য বস্তু গুলির সদ্ব্যবহার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। প্রায় তিনভাগ খাদ্য অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও, পরিচারিকা কোনরূপ উপরোধ অনুরোধ জানাল না দেখিয়া, তৃপ্তি বোধ করিয়াও মনের ভিতর কোথায় একটু ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম।

মুখ হাত ধুইয়া একটি তোয়ালের দ্বারা যখন হাত-মুখ মুছিতেছিলাম, পরিচারিকা কিছু মসলা একটি পাত্রে করিয়া আনিয়া আমার সম্মুখে

রাখিল। সে কহিল, মা জানতে চাইছেন, আপনি ত আমাদের অনুরোধ ভুলে যাবেন না?"

আমি মৃদু স্বরে কহিলাম, "যে দায়িত্ব একবার স্বীকার করব, মরে যাব, তবুও তা' ভুলতে অথবা অস্বীকার করতে পারব না।"

পরিচারিকা অল্প সময় পরে কহিল, "আপনার উক্তি শুনে, মা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আপনি যে সত্যে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই সত্যকেই প্রকাশ করেছেন।"

আমি পরিচারিকার মুখে এরূপ উচ্চাঙ্গের বাক্য এরূপ সাবলীলভাবে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া পরম বিস্ময় বোধ করিলাম। আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, যে যাহাকে আমি পরিচারিকা ভাবিতেছি, সে নিশ্চয়ই ধনবতী। কর্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী অথবা সহচরী হইবে। আমি কহিলাম, "আমি সাধ্যমত মিথ্যা কথা বলি না।"

তরুণী নারী তৎক্ষণাৎ নত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "মা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন।"

আমি বিদায় লইয়া ক্যাম্পে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ক্যাম্পে সুরেশ আমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। সে কহিল "কি হল দাদা?"

আমি মৃদু হাস্য মুখে কহিলাম, "নূতন দায়িত্ব নিয়ে এলাম ভাই।" এই বলিয়া আমি সবিস্তারে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিলাম।

সুরেশ নীরবে একাগ্রমনে আমার বিবরণ শ্রবণ করিয়া কহিল, "এমন

অসম্ভবও যে বাস্তব জীবনে কখনও সম্ভব হ'তে পারে, আমার কোন ধারণাই ছিল না, দাদা।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "তার অর্থ, সুরেশ?"

"না, দাদা, আজ অর্থ থাক! অণাগত কালের রহস্যময় অঙ্কে যেদিন আজকার কাহিনী সত্য-মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হবে, সেই দিনের জন্যই অপেক্ষা করি আসুন।" এই বলিয়া সুরেশ মৃদু হাস্য করিল। সে পুনশ্চ কহিল, "এই মহিমময়ী নারীকে আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি, দাদা। কারণ তিনি দেশের অগণিত জন-সাধারণের ভিতর থেকে এমন সহজে অকৃত্রিম বস্তুটিকে চিনে নিতে সক্ষম হয়েছেন।"

আমি কৃত্রিম তপ্তস্বরে কহিলাম, "তুমি থামো, সুরেশ। আমার স্থলে যদি রিলিফ কাজ আর কেউ করত, তা' হ'লে তিনি, তাকেই আহ্বান ক'রে এই দায়িত্ব দিতেন।"

সুরেশ দৃঢ় আর নতস্বরে কহিল, "না, দিতেন না। তা ছাড়া নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যান নি, যে এই মুহূর্তে কাশীধামে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের রিলিফ কার্য চলেছে? তিনি যখন তাঁদের দিকে ফিরেও চান নি, তখন তাঁর দূর দৃষ্টিকে প্রশংসা না ক'রে কি পারা যায়, দাদা?"

আমি আর তর্ক না করিয়া কহিলাম, "আমি আর রাতে কিছু খাব না সুরেশ। তোমরা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।"

সুরেশ কহিল, "হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আপনার বাল্যবন্ধু প্রভাত মিত্র আজ সন্ধ্যার সময় দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি কাল প্রাতে আসবেন জানিয়ে গেছেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "প্রভাত এসেছিল, সুরেশ? কিন্তু সে ত ভারতবর্ষে ছিল না এতদিন? কবে ফিরেছে সে? কোথায় তার বাসা, জেনে নিয়েছ, সুরেশ?

সুরেশ শান্তস্বরে কহিল, না, তিনি আগামী কল্য ঠিক আটটার সময় এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে যাবেন।"

আমি আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং শয়ন কক্ষের উদ্দেশ্যে গমন করিলাম।

পরদিন ভোর পাঁচটার সময় যথারীতি প্রাত্যকৃত্য সমাপনান্তে প্রাতভ্র - মনে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার মন এই প্রত্যাশার আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, যে আমার বহু সুখ-দুঃখের সহচর প্রভাত প্রায় সাত বছর পরে দেখা করিতে আসিতেছে। সাত বৎসর পূর্বে সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন ভারতবর্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। প্রায় দুই বৎসর পরে সিঙ্গাপুর হইতে তাহার একখানি পত্র পাই। সে জানায়, সেখানে সে একটি বৃহৎ ফার্মের অংশীদার হইয়া বসিয়াছে। তাহার জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য ধনবান হইবার পরে সে দেশে ফিরিয়া যাইবে, তৎপূর্বে নহে। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে একটা গুজব শুনিতে পাই, যে প্রভাত মিলিওনিয়ার হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছে এবং একটি বিদূষী তরুণী মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে।

সে সময়ে আমার জীবনের অজ্ঞাতবাস পর্ব চলিতেছিল। সাক্ষাৎ-পরিচয়ের কোনরূপ সুযোগ কোন পক্ষেই না থাকায় কিছু দিন পরে পুনরায় তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এতদিন পরে সে আমার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া দেখা করিতে আসিয়াছে।

আমি দ্রুত ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ভ্রমণ সারিয়া যখন ক্যাম্প বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম, দেখিলাম, সুরেশ তাহার রিলিফ-বাহিনীর

পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। আমি কহিলাম, "তোমরা কাজ আরম্ভ করো গে, সুরেশ। আমি ঠিক দশটার সময় কাজে যোগ দেব।"

সুরেশ কহিল, "আট্‌টার সময়, প্রভাত বাবু দেখা করতে আসবেন, দাদা।"

আমি মৃদু হাস্য-মুখে কহিলাম, "আমি ভুলি নাই, সুরেশ।"

সুরেশ, দলবলের সহিত গাড়ী করিয়া বাহির হইয়া গেল। আমি ক্যাম্প-খাটটার উপর বসিয়া, সেদিনের একখানি সংবাদ পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম।

কিছু সময় পরে ঘড়িতে আট্‌টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে, বাড়ীর দ্বারে একখানি মোটর থামিবার শব্দ শ্রুত হইল। আমি হাতের সংবাদপত্র-খানি খাটের উপর ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং কক্ষ হইতে বাহির হইবার পূর্বেই একটি পরিচিত কণ্ঠের আহ্বান ভাসিয়া আসিল, "বিভাস, আছিস ?"

উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দ্রুতপদে বাহিরে গিয়া অকৃত্রিম বাল্য বন্ধুকে দুইহাতে বুকে জড়াইয়া ধরিতে গেলাম। কিন্তু তাহার উপর দৃষ্টি পড়িতেই, আমার প্রবল উচ্ছ্বাস রূঢ়ভাবে বাধা প্রাপ্ত হইল। দেখিলাম, আপাদ-মস্তক বিলাতী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, প্রভাত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে যতখানি আপন ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহার এই বিকৃত রূপ দর্শনে ততখানি আমাকে পর

করিয়া দিল। আমি আপনাকে অনেকটা সংযত করিয়া, হাস্যমুখে কহিলাম, "প্রভাত! এস ভাই, এস।"

প্রভাত আমার ভাবের এইরূপ ব্যতিক্রম দেখিয়া মুহূর্ত কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে মৃদুহাস্যমুখে কহিল, "ব্যাপার কি বল্‌ত? প্রথমে কি আমাকে চিন্‌তে পারিস নি, বিভাস? কিন্তু আমাকে আবার 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করছিস কেন?" এই বলিয়া সে মুহূর্ত মাত্র নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "উনিও এসেছেন, গাড়ীতে বসে আছেন, যা নিয়ে আয়, বিভাস। আমি ততক্ষণ তোর খাট্‌টায় আরাম ক'রে বসি।" বলিতে বলিতে প্রভাত কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্যাম্প খাটিয়ার উপর উপবেশন করিল।

কাহাকে আনিবার জন্য আমাকে আদেশ হইল, স্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, "কে গাড়ীতে বসে আছেন, প্রভাত?"

প্রভাত সশব্দে বিলাতী ফ্যাসনের হাস্য করিয়া কহিল, "ওরে গর্দভ, তো'র নূতন বৌঠান, তোর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। আমি যে বিবাহ করেছি, তা' শুনিস নি বলেই বুঝতে পারিস নি। যা' শীগ্‌গীর নিয়ে আয় তাঁকে ভাই। নইলে রাগের মিটার বেড়ে গেলে, ভুগতে হবে আমাকেই।"

আমি অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে বাহিরে গমন করিলাম। দেখিলাম, একটি সুবৃহৎ মনোরম মোটরকার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং বিচিত্র আধুনিক বেশ-ভূষায় সজ্জিত একটি তরুণী ভিতরে বসিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

—একান্ন—

আমি দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া মুহূর্ত দুই দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে মোটরের নিকট গমন করিয়া, দ্বার খুলিয়া দিয়া কহিলাম, "নেমে আসুন, বৌঠান।"

তরুণী বধূ মুহূর্ত কয়েক অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, মৃদু হাস্য করিলেন, পরে নিরবে অবতরণ করিয়া কহিলেন, "চলুন, বিভাস বাবু।"

আমি বিস্মিত হইলেও মুখে তাহা প্রকাশ করিলাম না। বন্ধু-পত্নীকে দেখিয়া আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই তরুণী মেয়েকে ইতি-পূর্বে কোথাও বহুবার দেখিয়াছি। কিন্তু কোথায়, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

রিলিফ-ক্যাম্পের সাময়িক বাসভবনের শ্রী বলিতে কোন কিছু কোন স্থানেই ছিল না। আমি যে-কক্ষের ভিতর শয়ন করিতাম, সেখানে মাত্র একখানি নিহালের বড়ো খাটিয়া ও একটি লৌহ চেয়ার ব্যতীত অন্য কোন আসবাব ছিল না।

বৌঠানকে সঙ্গে লইয়া আমি শয়ন-কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, বন্ধু প্রভাত লৌহ চেয়ার খানি দখল করিয়া বসিয়াছেন। আমি তরুণী বৌঠানকে কোথায় বসাইব ভাবিয়া না পাইয়া যখন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি, তখন বৌঠান খাটিয়ার উপর বসিয়া সমস্যা সমাধান করিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

প্রভাত কহিল, "ধীরা, এই হ'ল আমার বাল্য-বন্ধু। যা'র কথা তোমাকে আমি বহুবার বলেছি। ইউনিভারসিটির সব কয়টা ধাপ

অতিক্রম করেও, এ-রকম ভবঘুরে জীবন যাপন করা, একটু উদ্ভটকর নয় কী ?"

তরুণী বধূ মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "উনি যদি স্বেচ্ছায় সৌভাগ্যের প্রতি বিমুখ হ'য়ে থাকেন, তবে তা উদ্ভট হবে কেন ?"

আমি সবিস্ময়ে একবার বৌঠানের মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিলাম। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ওই মুখ, ওই কণ্ঠস্বর কোথাও পূর্বে শুনিয়াছি, কারণ তরুণী বধূ ধীরার কণ্ঠস্বরে এমন এক মন-ভুলানো সুর ছিল, যাহা একবার শুনিলে, শ্রোতাকে বহু দিন তা' স্মরণ করিয়া রাখিতে বাধ্য করিত। প্রভাত কহিল, "তা'র অর্থ, ধীরা ?"

বধূ ধীরা মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "তোমার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করো। যাঁর মন আমার বান্ধবী সুমিতার মত মেয়ের ভালবাসা লাভ করেও, ধরা দেয় না' তাঁর সম্বন্ধে কোন আলোচনা করারও অর্থ হয় না।"

আমি আর নীরব থাকিতে না পারিয়া কহিলাম, "আপনিই, ধীরাদেবী ? সুমিতার শ্রেষ্ঠ বান্ধবী, না ? এইবারে আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি।"

ধীরা নত-স্বরে কহিল, আপনার স্মরণ শক্তির প্রখরতা দেখে আমি [illegible] হয়েছি, [illegible] বাবু। নইলে, মাত্র দু বছর আগে যা'কে, সুমিতার [illegible] প্রত্যহ দেখেছেন, তা'কে স্মরণ করতে এত গলদঘর্ম হ'তেন না। [illegible] আপনাদের সম্পর্ক বোধ হয় চিরদিনের জন্য ছিন্ন করে দিয়েছেন ?"

আমি মৃদু হাস্য মুখে কহিলাম, "আমাকে ছিন্ন করতে হয় নি, আপনার [illegible]টিই এই অযোগ্য হতভাগ্যকে দূর ক'রে দিয়েছেন।"

—তিপান্ন—

ধীরা দীপ্ত মুখে তীব্র স্বরে কহিল, "আমি বিশ্বাস করি না, বিভাসবাবু। আপনাকে যে-দিন পুলিসের হাতে গ্রেপ্তারের ভয়ে, সুমিতা বাগানের গুপ্ত-দ্বার দিয়ে বা'র ক'রে দেয়, সেই দিনই আমি তা'র সঙ্গে দেখা করতে যাই। শুনি আপনাকে সে আত্মদান করতে চাইলেও, আপনি নিষ্ঠুরের মত তা' প্রত্যাখান করেছেন। নারী স্বমুখে যখন প্রেম নিবেদন করে, তখন আর তার মনে এতটুকু অহঙ্কার বা গর্বের কোন আভাস থাকে না। সে সময় যদি কোন পুরুষ তা'কে অস্বীকার ক'রে বসে, তবে নারীর হৃদয় একেবারে চূর্ণ হয়ে যায়। তা'র ইহকাল, পরকাল, ভবিষ্যৎ সকলই চিরতরে মসিলিপ্ত হ'য়ে পড়ে। আর ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছে, হতভাগী সুমিতার।"

আমি শুনিতেছিলাম, বৌঠান নীরব হইলেও আমি কিছু বলিলাম না। কারণ আমিত বিশেষরূপে সুমিতার মনের পরিচয় পাইয়াছি। আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, ধীরা বৌঠান পুনশ্চ কহিলেন "আপনি কি তবে অন্যান্য স্তাবকদলের মত, সুমিতার ঐশ্বর্যের জন্য তার মনোরঞ্জন করতে যেতেন, বিভাস বাবু? আপনি কি কোনদিনই হতভাগী সুমিতাকে ভালবাসেন নি?"

আমি নতস্বরে কহিলাম, "ভুল হয়েছে, বৌঠান। দেখছি, আপনাদের অসামান্যা মেয়ে সুমিতা সব কথা পরিষ্কার করে আপনাকে জানান নি। তা'হলে আমাকে অপরাধী ব'লে ভাবতে, আপনার মনে কুণ্ঠা আশ্রয় করত।"

ধীরা বৌঠান কহিলেন, "নারীর তেমন চরম বিপদের দিনে, সে কখনও অন্য নারীর নিকট নিজ মনোভাব গোপণ করে না, বিভাস বাবু। সুমিতা আমাকে সব কথা বলেছে। সে বলেছে, যে আপনি তা'র কাছে আপনার সত্য পরিচয় গোপন করেছিলেন, তা'র বারবার নিজেকে বিলিয়ে দেবার প্রস্তাবের উত্তরে, তা'কে বারবার নিষ্ঠুর আঘাত ক'রে ছিলেন। আপনি নারীর নারীত্বকে অস্বীকার ক'রে কখনও নারীর মন অধিকার করতে পারেন না, বিভাস বাবু।"

আমি নীরবে রহিলাম। তরুণী ধীরা বৌঠান পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "অবশ্য ভুল উভয় পক্ষেই হয়েছিল। হতভাগী সুমিতার ভুল যে-দিন ধরা পড়ল, সেদিন যদি তা'কে দেখতেন আপনি বিভাস বাবু, তা'হলে কিছুতেই আপনি এমন ভাবে দূরে থাক্‌তে পারতেন না। আপনি জীবন্ত কৈ-মাছকে তপ্ত-তেলের কড়ায় পড়তে দেখেছেন? দেখেছেন, সে কিরূপ নিদারুণ যন্ত্রনায় কুঁকড়ে গিয়ে লাফাতে থাকে? তা' হলেই সেদিনকার সুমিতার কাতরতার কিছু অংশ কল্পনা করতে পারবেন।"

আমি প্রভাতের নীরব মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিলাম, "সে জন্য কি আমি দোষী, ধীরা বৌঠান?"

তরুণী ধীরা বৌঠানের মুখে একজাতীয় হাস্য ফুটিয়া উঠিল, যা দেখিলে মন এই ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠে, যে বুঝি-বা আমার অজ্ঞাত-সারে কোন দারুণ অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি কহিলেন, "না দোষ আপনার নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনাকে, তা'কে অস্বীকার করবার সত্যকার হেতুটি কি ছিল বলুন ত?"

আমি নীরব রহিলাম দেখিয়া, তরুণী বৌঠান তপ্তস্বরে পুনশ্চ কহিল “জানিনে, আমি বুঝতে পারিনে, যদি দায়িত্ব নেয়ার ইচ্ছা না থাকে, তবে পুরুষেরা কেন নারীকে ঘিরে এমন মুখর সমারোহের সৃষ্টি করে? কেন তারা যা' নয় তারই অভিনয় ক'রে নারীকে প্রতারিত করে, বিভাস বাবু? তারা কি জানে না, যে নারী পুরুষের মত ফুল হতে ফুলান্তরে ঘুরে বেড়াতে ঘৃণা বোধ করে? নারী যা'কে একবার মন দিয়ে বসে, আর কিছুতেই তার ব্যতিক্রম করতে পারে না। সে চিরজীবন অযথা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে, মরে, তবু অন্য পুরুষকে মন দিতে পারে না। যে-পুরুষ নারীর মনের সঙ্গে পরিচিত নয়, যে-পুরুষ নারীর দৈহিক রূপৈশ্বর্যকে নারী ওজনের মানদণ্ডের মত ব্যবহার করে, সেই সব পুরুষই নারীর সকল বেদনার, দুঃখের, যাতনার জন্য সমগ্রভাবে দায়ী, বিভাস বাবু।”

এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত কাল তাঁহার স্বামীর মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, “বিভাস বাবু, আপনি যে ভুল এ-জীবনে করলেন, তা শুধরে নেবারও সুযোগ ভগবান আর দেবেন না, এই যা মর্মান্তিক দুঃখ।'

আমি বৌঠানের কথা বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, “আপনি কি বলছেন, বৌঠান?”

তরুণী ধীরা বৌঠান আমার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল নীরবে রহিয়া রহিলেন, পরে আমার ধৈর্যের পরীক্ষা শেষ করিয়া কহিলেন, “আপনি কি সুমিতার আর কোন সংবাদই রাখেন না?”

আমি ভয়ে ভয়ে কহিলাম, "না, কেন ও-কথা বলছেন, বৌঠান? সুমিতা কি নেই?"

ধীরা বৌঠানের মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, 'না, আছে। কিন্তু প্রাণে বেঁচে থাকাই কি নারীর সব কিছু বিভাস বাবু?'

আমার আতঙ্কের আর সীমা রহিল না। নতস্বরে কহিলাম, "দোহাই আপনার, বলুন, দয়া করে বলুন, কি হয়েছে সুমিতার?"

ধীরা বৌঠান ম্লানস্বরে কহিলেন, "না, হয় নি কিছু বিভাস বাবু। তবে সত্যিই কি হয়েছে, যদি জানতে চান, তবে আগামী কাল সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতে দেখা করবেন। আশা করি, সে সময়ের মধ্যে কলকাতা থেকে তারের উত্তর এসে যাবে। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ওঠো, এবার আমরা যাই।"

আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি বন্ধুকে ও বন্ধুপত্নীকে এতটুকু মৌখিক সমাদরও করি নাই ভাবিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিলাম। আমি দ্রুতপদে প্রভাতের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, 'না, সে-হবে না। বৌঠানকে একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।"

প্রভাত আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া, সে পত্নীকে কহিল, 'বিভাস যখন ছাড়বে না, তখন মিথ্যে কথা কাটাকাটিই সার হবে, ধীরা।' এই বলিয়া সে আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, 'ঘরে ত কিছুই নেই দেখ্‌চি। ধীরা আবার দোকানের খাবার খায় না। তবে মিষ্টিমুখ করাবি কি করে?'

আমি ম্লানহাস্তে কহিলাম, 'এই ঘর খানাই আমার সব রাজ্য নয়, প্রভাতদা, তোমরা এক মিনিট অপেক্ষা করো, আমি আসছি।"

আমি দ্রুতপদে বাহির হইয়া, আমাদের রিলিফ-ক্যাম্পের ভাঁড়ার ঘরে উপস্থিত হইলাম। অন্য প্রাতে আমারই এক স্থানীয় নূতন বন্ধু, শিবকৃষ্ণ এক ঝুড়ি খাবার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা সম্পূর্ণ অবস্থাতেই ভাঁড়ার ঘরে পড়িয়াছিল। আমি ক্যাম্পের একটি বালক-ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া প্রভাত ও ধীরা বৌঠানের জন্য দুই প্লেট খাবার লইয়া তাহাদের নিকটে গেলাম। ধীরা বৌঠান স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, 'আপনি কি যাদু জানেন ঠাকুর পো? নইলে কোথা থেকে এই সব সুখাদ্য যোগাড় ক'রে আনলেন?"

ধীরা বৌঠান এই প্রথমবার আমাকে আত্মীয় সম্বোধনে ভাগ্যবান করিলেন। আমি তরুণী বধুর নির্মল মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিলাম, 'আপনাদের মত সৌভাগ্যবতীরা যেখানে দয়া ক'রে পায়ের ধূলা দেন, সেখানেই সম্পদ, শ্রী আপনা হ'তেই আবির্ভাব হয়ে থাকে, বৌঠান।"

প্রভাত ও বৌঠানের জলযোগ পর্ব শেষ হইলে তাঁহারা মোটরে করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্বে ধীরা বৌঠান আমাকে আগামী-কাল সন্ধ্যায় কোথায় যাইতে হইবে, ঠিকানা বলিয়া দিয়া যাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়া গেলেন।

ধীরা বৌঠান, বন্ধুবর প্রভাতের সহিত যাইবার অব্যবহিত পরেই মহিয়সী, দানশীলা মহিলার ষ্টেটের ম্যানেজার, মহেশ্বর মহাপাত্র উপস্থিত

হইলেন। তিনি অভিবাদন বিনিময়ের পর কহিলেন, "মা'র ইচ্ছা, যে অবিলম্বে দান কার্য সমাপ্ত করিয়া ফেলেন। সুতরাং আপনি কখন ও কি-ভাবে টাকাটা নিতে চান, যদি দয়া করে আমাকে জানান, আমরা সেই ভাবে টাকাটা আপনার হাতে এনে তুলে দিই অমর বাবু"।

আমি প্রবল আপত্তি জানাইয়া কহিলাম, "টাকা আপনাদের কাছেই থাক্‌বে। আমি শুধু কি-ভাবে ও কাহাকে কি-পরিমাণে সাহায্য দান করা সমীচীন হবে, স্থির ক'রে দেব। কিন্তু সেজন্য আমাকে প্রয়োজনের পক্ষে প্রচুর সময় দিতে হবে, ম্যানেজার বাবু।"

ম্যানেজার অতীব মাত্রায় কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই, অমর বাবু। আমার মাথার চুল পেকে গেল, আমি বুঝি এইভাবে দান করা এবং যোগ্য প্রার্থীকে নির্দিষ্ট ক'রে দান করার, দায়িত্ব কতখানি, ও সেজন্য কিরূপ সময়ের প্রয়োজন। আচ্ছা, আপনি কি প্রয়োজনীয় সময়ের একটা অনুমান করতে পারেন না?"

আমি বিনা দ্বিধায় কহিলাম, "আমাকে অন্ততপক্ষে দু সপ্তাহের সময় দিতে হবে, ম্যানেজার বাবু।"

ম্যানেজার বাবু কৃতার্থ স্বরে কহিলেন, "তাই হবে, অমর বাবু। আমি গিয়ে মা'কে নিবেদন করব।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মুহূর্ত কয়েক মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, "আপনার ত এখানে খাওয়ার ভয়ানক অসুবিধা হচ্ছে, অমর বাবু? তা'ই মা বলছিলেন যে, আপনি যদি দয়া ক'রে, আপনার এখানের মেয়াদের অবশিষ্ট দিন ক'টা আমাদের ওখানে আহার করেন, তা হ'লে......"

আমি আর তাঁহাকে অগ্রসর হইতে না দিয়া কহিলাম, "আপনার কর্ত্রী মা'কে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলবেন, আমার এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে না। আমি খুব সুখেই আছি।"

ম্যানেজার বাবুর মুখ ভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি একবার কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াই মত পরিবর্তন করিলেন এবং অভিবাদন জানাইয়া বিদায় লইয়া গেলেন।

আমি প্রস্তুত হইয়া, রিলিফ কিরূপ চলিতেছে দেখিবার জন্য সেণ্টারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

সেদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করিয়া, খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িলাম। আমার মনে চিন্তার ঘূর্ণীবায়ু বহিতে আরম্ভ করিল। আমার মন, ধীরা বৌঠানের অভিযোগ গুলি লইয়া বিচার করিতে বসিল। সত্যই কি আমি তরুণী সুমিতাকে আঘাত দিয়াছি? সত্যই কি সে আপনাকে নিঃসর্ত হ'য়ে আমার হাতে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল? কিন্তু কৈ মনে ত পড়ে না আমার! আমি ত সুমিতার কথায় ও ভাবে এতটুকুও আন্তরিকতার ইঙ্গিত ব্যক্ত পাই নাই। তবে ধীরা বৌঠান এমন কথা বলিলেন কেন?

আমার মনে চিন্তার পাষাণ-চাপ অনুভূত হইতে লাগিল। ধীরা বৌঠান বলিয়াছিলেন যে, সুমিতার প্রতি আমি যে-অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আর কখনও সংশোধিত হইবার উপায় নাই। নাই থাকুক। কিন্তু সত্যই কি আমি কোন অন্যায় আঘাত দিয়াছি, সুমিতাকে?

বাল্যের ক্রীড়া-সহচরী, কৈশোরের বান্ধবী এবং যৌবনের মানসী সুমিতাকে আমি স্বেচ্ছায় আঘাত করিয়াছি, ইহা কি আমি কখনও স্বীকার করিতে পারি? বাহিরের লোকে কি জানিবে, আমি সুমিতাকে কি চোখে দেখিতাম, কি রূপে ভাবিতাম? অন্যে কি করিয়া বুঝিবে, সুমিতাকে না পাইয়া আমার সারাজীবন কিরূপ ব্যর্থতায় ভরিয়া গিয়াছে? যে সুমিতাকে মূহূর্তের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করিতে ব্যথায় মন মুসড়াইয়া পড়িত, যাহাকে একদিন না দেখিলে আমার নিখিল জগত অন্ধকার হইয়া উঠিত, সেই সুমিতাকে আমি হারাইয়াছি, স্বেচ্ছায় হারাইয়াছি। কিন্তু কেন, কে তাহা বুঝিবে? কাহাকে আমি বুঝাইয়া বলিব? কোন ভাষায় বুঝাইয়া বলিব যে, সুমিতা আমার বক্ষের রক্ত-বিন্দুর চেয়েও পবিত্র, প্রিয় এবং কামনার ধন।

এমন দিনও গিয়াছে, সুমিতার দেখা পাই নাই। সঙ্গে সঙ্গে আমার চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার নামিয়া আসিয়া পৃথিবীর তাবৎ বস্তু আমার মনে পীড়াদায়ক রূপে অনুভূত হইয়াছে। চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিবার প্রবৃত্তি আমার জাগ্রত হইয়াছে।

নিঃসঙ্গ রাতে সুমিতার মুখখানি স্মরণ করিতে করিতে কত যে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছি, সে খবর রাখিবার জন্য কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ রক্ষা করি নাই।

সুমিতা! সুমিতা! সুমিতা! আমি কি সুমিতাকে এমন এক অসহ অবস্থার ভিতর টানিয়া নামাইতে পারি? কুবেরসম ধনী পিতার একমাত্র সন্তান, কন্যাকে আমি কি টানিয়া একই ভূমির উপর

দাঁড় করাইতে পারি? তাহা হইলে আমাদের ভিতর প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ জন্মাইবে না কি?

আমি আপনাকে প্রশ্ন করিতে করিতে একসময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

পরদিন রিলিফের কার্যে এরূপ ব্যস্ত হইয়া রহিলাম যে, আমার মনে অন্য কোন চিন্তা ঠাঁই পাইল না। যথারীতি দান কার্য শেষে সুরেশের সহিত যখন ক্যাম্প অভিমুখে গাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, তখন সুরেশ কহিল, "আমাদের কাজ ত একরকম প্রায় শেষ হ'য়ে এল, দাদা। আপনি ওদিকের কাজ কতদূর কি করলেন?"

আমি কহিলাম, "এখন পর্যন্ত কিছুই করতে পারি নি, ভাই। তা ছাড়া আমাদের কাজ শেষ না হ'লে, অন্য কোন কাজে হাত দিতেও পারি না।"

সুরেশ কহিল, "অর্থাৎ আমাদের রিলিফের কাজ শেষ হয়ে গেলে, তবে ঐ ধনী-মহিলার কাজে হাত দিতে পারবেন? কিন্তু তিনি কি ততদিন অপেক্ষা করতে পারবেন?"

আমি মৃদু হাস্য মুখে কহিলাম, "না পারেন, আরও ভাল। আমি ত তাঁকে অপেক্ষা করবার জন্য অনুরোধ জানাইনি সুরেশ।"

সুরেশ ক্ষণিকের জন্য একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "না, জানান নি সত্য। কিন্তু এমনই আশ্চর্যময় জগৎ দাদা, এখানে যিনি কিছুই চান না, তাকেই এক অদৃশ্য শক্তি ভূরি ভূরি পরিমাণে সব কিছুই দেন। হাসিতে, আলোতে, সাচ্ছন্দের বন্যায় তাঁকে ডুবিয়ে রাখে। অন্য

দিকে এতটুকু করুণার জন্য যারা দিবারাত্র বুকফাটা চিৎকারে ধরণীর আকাশ-বাতাস কম্পিত ক'রে তুলছে, তাদের দিকে সেই শক্তি ফিরেও চায় না।"

আমি চিন্তিত হইয়া সুরেশের মুখের দিকে চাহিলাম, কহিলাম, "তুমি কি ভগবান বিশ্বাস করো না, সুরেশ ?"

সুরেশের মুখে এক জাতীয় হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "বিশ্বাস আবার করি না, দাদা !" ভগবানকে পাছে অবিশ্বাস করি, এই ভয়ে দিবারাত্রি শঙ্কিত হয়ে থাকি। আমি সময়ে সময়ে ভাবতে চেষ্টা করি যে, ভগবান আমাদের প্রেমময় না ভীতিময় ? তিনি যদি প্রেমময় হ'তেন দাদা, তা'হলে কি কখনও তাঁর সৃষ্ট মানুষেরা এতখানি নির্দয় হ'তে পারত ? না, এমন অবিচারের চিহ্ন চারিদিকে রক্তাক্ষরে ফুটে থাকৃত ? আমি পথ চল্‌তে চল্‌তে যেখানে যত দেবদেবীর মন্দির দেখি, সেইখানেই প্রাণপণে প্রার্থনা জানিয়ে বলি, হে ঠাকুর, ওগো আর সহ্য হয় না, এইবার তুমি প্রসন্ন হও ! কিন্তু কি দেখতে পাই, দাদা ? দেখ্‌তে পাই, যাঁরা ভুলেও ভগবানের নিকট কখনও কোন প্রার্থনা করে না, তাঁরাই প্রচুর পরিমাণ তাঁর দানে সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন।"

আমার বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। আমি সুরেশকে আত্ম-ভোলা, সদাসুখী যুবক বলিয়া ধারণা করিতাম, কিন্তু তাহার মনেও যে এতখানি গুপ্ত বেদনা অহোরাত্রি তাহাকে দগ্ধ করিতেছে, সে খবর জানিতাম না। আমি কহিলাম, "নিশ্চয়ই তুমি যাকে বলে হতাশ প্রেমিক কিম্বা ব্যর্থ-প্রেমিক তাই না, সুরেশ ?"

সুরেশ অকস্মাৎ সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিল, এমন সময়ে আমাদের গাড়ী ক্যাম্পে উপস্থিত হইলে, আমরা অবতরণ করিয়া উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলাম, এবং চা আনিবার জন্য আদেশ দিয়া, সুরেশকে কহিলাম, "এস, একটু গল্প করা যাক, ভাই। আমি আজ তোমার সব ইতিহাস শুনতে চাই। আশা করি, তুমি আমাকে কোন কথা গোপন করবে না"

সুরেশের মুখ সহসা ম্লান হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "আমাকে কি মার্জ্জনা করতে পারেন না দাদা?"

আমি কহিলাম, "অনায়াসে পারি। কিন্তু তা'হলে তোমার বেদনা ত উপশম হবে না, সুরেশ? আমাকে যদি তোমার বেদনার ইতিহাস বলতে পারো, তা'হলে কে বলতে পারে, যে কোন উপশম ঘটবে না? না, সুরেশ, তুমি বল?"

সুরেশ কহিল, দেশের কাজে উৎসর্গ-কৃত জীবনে কোন বিলাস থাকতে নেই, এই ভেবেই আমি জীবনের সকল কিছু উপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম, দাদা। কিন্তু এখন দেখছি, মনের ওপর মানুষের সত্যকার কোন হাতই নেই। মানুষ তার মনকে চোখ রাঙিয়ে যতই শাসন করুক না কেন, দেখছি, কিছুতেই কিছু হয় না, দাদা।"

আমি মৃদু হাস্যমুখে কহিলাম, "তুমি বোধ হয়, কোন মেয়েকে ভাল বেসেছিলে, সুরেশ?"

"হাঁ দাদা। আমি এমন ভালবেসেছিলাম, আমার মনে হয়, যে তেমন ভাল এই ধরণীর কোন পুরুষ কখনও কোন নারীকে বাসে নি। আমি তাকে পূজা করতাম দাদা। কিন্তু শেষে দেখলাম, এই পৃথিবীতে

নিঃস্বার্থ ভালবাসার কোন দাবি নেই। এখানে যা'র অর্থ আছে, সে ভাল না বেসেও, এতটুকু কামনা না ক'রেও, এখন সব অমূল্য বস্তু লাভ করে, যার সত্যকার মূল্য না জেনে, অবহেলা করতেও কুণ্ঠিত হয় না।"

আমি কহিলাম, তোমার ফিলজফি রাখো, সুরেশ। তোমার বক্তব্য এই যে, তুমি যে তরুণীকে ভালবেসেছিলে, সে তোমার দারিদ্র্যকে বরণ না ক'রে, সম্পদকে বরণ করেছে। এই না?"

সুরেশ নতনেত্রে চাহিয়া কহিল, "হাঁ, প্রায় ঐ রকম, দাদা।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "তোমার আরও অভিযোগ এই যে, তোমার মানসী, তোমার কাছে যে-ভাবে পূজা পাবার যোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়েছিল, সে ভাবে পূজা পাচ্ছেন না?"

সুরেশ কোন জবাব দিল না, নীরবে বসিয়া রহিল।

আমি পুনশ্চ কহিলাম, "এইখানেই তোমরা ভুল করো, সুরেশ, নারী কি চায়, কি পেয়ে সুখী হয়, তা' বুঝতে না পেরেই তোমরা স্বেচ্ছার্জিত দুঃখ ভোগ করো। আমি তোমাকে একটা উপদেশ দিতে চাই, ভাই। আশা করি, তুমি সেজন্য আমাকে মার্জনা করবে।"

সুরেশ সচকিত হইয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে গেল, আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "না, অপেক্ষা করো, সুরেশ। আমি বল্‌তে চাই যে, জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ আমাদের তরুণ-তরুণীরা প্রায়শই একটা মারাত্মক ভুল ক'রে থাকে। তা'রা চোখের নেশাকে মনের দাবি হিসাবে গ্রহণ ক'রে পদে পদে প্রতারিত হয়। চোখের নেশা ততক্ষণ থাকে,

যতক্ষণ না আয়ত্বের ভিতর মানুষ পায়। মানুষ দেখে, যে-কল্পনার জাল বুনে, তাকে দেবীর আসনে বসিয়েছিল, সে রক্ত-মাংসের তৈরী সাধারণ মানবী ছাড়া আর কিছুই নয়। তা'র রাগ আছে, দ্বেষ আছে, অভিমান আছে, ক্ষুধা আছে, দাবি আছে, আর সকলের ওপর সংসারী মানুষের কর্তব্য আছে। এইখানে বাধে বিবাদ। রোম্যান্স খান্ খান্ হ'য়ে উড়ে যায়, স্বর্গের মৈত্রী, মর্তের সাধারণ নারীতে নেমে এসে, শুধু হাসি, গান আর সোহাগের ন্যাকা বাণীর সমাধি ঘটায়। ফলে হতভাগ্য মানুষ ভাবে, সে যা চেয়েছিল, তা' পায় নি, যা পেয়েছে , তা ভুল ক'রে চেয়েছে।"

সুরেশ শুনিতেছিল, কহিল, "কিন্তু সকলেরই ত চোখের নেশা নয়, দাদা। আমি যা'র কথা বল্‌ছি, তা'কে আমি মানবী মূর্তিতেই পূজা করেছি। তার পোশাকী চেহারাও দেখেছি, আবার সাধারণ গৃহস্থের ঘরে অর্ধমলিন বস্ত্রে কার্যরত অবস্থাতেও দেখেছি। আমার স্বপ্ন তা'তে ভাঙ্গে নি। আমি কোন রোম্যান্স করি নি, সুতরাং সে প্রশ্ন ওঠে নি।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "তবে কি হ'ল ?"

সুরেশ কিছু বলিতে যাইতে ছিল, এমন সময়ে একটি লোক ক্যাম্পের একজন ভৃত্যের সহিত প্রবেশ করিয়া, আমাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "সাহেব গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন, হুজুর।"

আমি বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, "কে গাড়ী পাঠিয়েছে ? প্রভাত ?"

লোকটি সবিনয়ে কহিল, "হাঁ, হুজুর। মা আপনাকে যাবার জন্ত অনুরোধ জানিয়েছেন।"

—ছেষট্টি—

আমি দেখিলাম, সন্ধ্যা হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। আমি রাত্রে ক্যাম্পে আহার করিব না জানাইয়া পোষাক পরিবর্তন করিয়া প্রভাতের সুবৃহৎ মোটরে উঠিয়া বসিলাম। মূল্যবান মোটর নিঃশব্দ গতিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

শ্রীমতী ধীরা বৌঠান অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি সোফারের পশ্চাতে ড্রইংরুমের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ভিতর হইতে ধীরা বৌঠান কহিলেন, "ভিতরে আসুন, ঠাকুর পো।"

আমি কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, অতি মনোরম সাজে কক্ষটি সজ্জিত হইয়াছে। ভাবিলাম, প্রভাত বোধ হয় পাকাপাকি ভাবে কাশীধামে বাস করিবার জন্য মনস্থ করিয়াছে।

ধীরা বৌঠান আমাকে বসিতে বলিয়াই বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "আপনার ভাই, রাম নগরের মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। বলে গেছেন, রাত্রি নয়টার পূর্বে ফিরে আসবেন। আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন এই সময়টুকু আপনার শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখি।" এই বলিয়া বৌঠান মৃদু হাস্য করিলেন।

দুইজন পরিচারিকা আমার জলখাবার ও চা লইয়া প্রবেশ করিল। কোন প্রতিবাদ করা নিস্ফল হইবে ভাবিয়া, আমি নীরবে আহার করিতে লাগিলাম।

জলযোগ পর্ব শেষ হইলে, ধীরা বৌঠান কহিলেন, "সুমিতার কোন সংবাদ রাখেন ?"

আমি নতস্বরে কহিলাম, "না।"

বৌঠানের কণ্ঠে বিস্ময় আভাস ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "না ! না কেন ?"

আমি ম্লানহাস্যে কহিলাম, "আমার এই প্রার্থনা আপনার কাছে, দয়া ক'রে ও আলোচনা করবেন না।"

ধীরা বৌঠানের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "করব না ! যেহেতু কারুর মুখে তা'র নামটা পর্যন্ত আপনার সহ্য হবে না ?"

আমি কহিলাম, "না, তা' নয় বৌঠান। আমি তাঁর আদেশ প্রতি-পালন করছি মাত্র। তিনিই আমাকে নিষেধ ক'রে দিয়েছেন।"

ধীরা বৌঠান ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "দেখুন, পুরুষ মানুষের এই অভিমান টুকু ছাড়া আর কোন সম্বল নেই জানি। কিন্তু যা জানেন না, দোহাই আপনার, তা নিয়ে কখনও বড়াই করবেন না।—"এই বলিয়া বৌঠান মুহূর্ত কয়েক নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "শুনলাম, তাঁর ষ্টেট্ পরিচালনা করবার জন্য আমেরিকা-ট্রেনিং প্রাপ্ত একজন যুবক দেওয়ান রেখেছেন।"

আমি নীরবে রহিলাম, কোন উত্তর দিলাম না। কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া, ধীরা বৌঠান পুনশ্চ কহিলেন, "শুনলাম ভদ্রলোক অত্যন্ত কর্ম্মঠ। গত ছয় মাসের মধ্যে সুমিতার ষ্টেট্ এমন ভাবে পরিচালনা করেছেন, যে ষ্টেটের আয় প্রায় দ্বিগুণে দাঁড়িয়েছে। সুমিতা আমাকে

লিখেছে, যে তা'র দেওয়ানের মত বিশ্বাসী আর কর্ম্মক্ষম যুবক যে-কোন জাতির পক্ষে গৌরবের বস্তু।"

আমি নীরবে রহিলাম দেখিয়া তরুণী, বৌঠান আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "চুপ করে রইলেন যে? আপনার কি কিছু বলবার নেই?"

আমি কহিলাম, "অনধিকার চর্চা আমি করি না, বৌঠান।"

বৌঠানের মুখে মৃদু রহস্যময় হাস্য ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আপনার বন্ধু, কয়েকদিন পূর্বে কলকাতায় গিয়েছিলেন। উনি এই যুবক-দেওয়ানের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন। উনি বললেন, দেওয়ান একদিকে যেমন বিষয় কাজে দক্ষতা দেখিয়ে কর্ত্রীর প্রশংস দৃষ্টি অর্জন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর মনোরাজ্যেও বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টায় আছেন। সুমিত্রা ধীরে ধীরে একটা চালিয়াতের কবলিত হ'তে চলেছে।"

আমি এইবার বিস্মিত হইয়া, ধীরা বৌঠানের মুখের দিকে চাহিলাম, কহিলাম, "আপনার কথা আমি বুঝতে পারলাম না।"

ধীরা বৌঠানের মুখে এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "উনি বলছিলেন, যে তিনি এই যুবক-দেওয়ানকে আমেরিকায় দেখেছিলেন। এই যুবকের মত নষ্ট চরিত্র, লম্পট, আর মাতাল বিধাতার সৃষ্টিতে আর কেউ আছে কি না, তিনি জানেন না। লোকটা যেমন কর্মক্ষম তেমনি অভিনয় দক্ষ। উনি বলেন, আমেরিকায় বহু তরুণী মেয়ের সর্বনাশ ক'রে, যুবক ভারতে পালিয়ে এসেছে।"

আমার মন বিষন্ন হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম. "আপনার বান্ধবীকে ত সতর্ক ক'রে দিতে পারেন ?"

ধীরা বৌঠান কহিলেন, "হয় ত, পারি। কিন্তু যুবক দেওয়ান-যে ভাবে আশাতীতরূপে ষ্টেটের সর্বাদিকে উন্নতি দেখিয়ে চলেছে. তাতে যে কোন ফল হবে—বিশ্বাস হয় না।"

আমি ধীরা বৌঠানের যুক্তিতে সত্য আছে ভাবিয়া নীরব রহিলাম। আমার মন অতিমাত্রায় বিষন্ন হইয়া উঠিল। আমি উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলাম, "ফল কি হবে তা না অনুমান ক'রে, কর্তব্য করতে দোষ কি, বৌঠান ?"

ধীরা বৌঠানের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কর্তব্য কি শুধু আমাদেরই ? আপনারও কি এ সময়ে কোন কর্তব্য নেই, ঠাকুর পো ?"

আমি ম্লানস্বরে কহিলাম, 'আমার কর্তব্য ! কিন্তু আমার ত কোন অধিকার নেই , বৌঠান ?"

তরুণী বৌঠান অপূর্ব সুরে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, 'মিথ্যে মনকে চোখ ঠারছেন, বিভাস বাবু। আমি বিশ্বাস করি, যে-সময়ে সুমিতা এক লম্পটের অভিনয়ে মুগ্ধ হ'য়ে ধীরে ধীরে তার জালে ধরা দেবার জন্য এগিয়ে চলেছে, সে সময়ে আপনি নির্বিকার দৃষ্টিতে চেয়ে দূরে থাকতে পারেন না।"

আমি শান্তস্বরে কহিলাম, "তা' পারি।"

"পারেন ?" ধীরা বৌঠান যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তিনি

ক্ষণকাল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আপনি পারেন, ঠাকুর পো ?"

আমি ম্লান হাস্যে কহিলাম, 'হুঁ, পারি বৌঠান। কারণ আমি বিশ্বাস করি, যে-মন এমন সহজে অন্যের অধিকৃত হ'তে পারে, সে-মন জোর ক'রে বেঁধে রাখার কোন সার্থকতাই নেই। আমি এই কথাই বল্‌তে চাইছি, সুমিতার মন যদি এমনই সহজে অন্য কোন পুরুষ জয় করতে পারে, তবে সে-মনে আমার কোন প্রয়োজন নেই, বৌঠান। কিন্তু আমি যে-সুমিতাকে চিনতাম, বৌঠান, সেই সুমিতার সম্বন্ধে আমার এতটুকু উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আপনাদের বর্তমান সুমিতাকে আমি চিনি না, জানি না। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে আমার কোন উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ থাকতে পারে না। আপনিই বলুন, পারে কী ?"

ধীরা বৌঠান নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, "বুঝেছি, আপনার অভিমান হয়েছে, ঠাকুর পো। নইলে বুঝতে পারতেন, উপেক্ষিতা নারীর মনে কিরূপ সহজে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। উপেক্ষিতার মন স্বেচ্ছায় আপন সর্বনাশ করতে সচেষ্ট হয়। সে জানে সে চিরদিনের জন্য অসুখী হবে, সে বোঝে দুঃসহ বেদনায় তা'র দিবা, তা'র রাত্রি যন্ত্রণাকুল হয়ে থাক্‌বে, তবু সে হাসিমুখে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চায়। ঠিক এই অবস্থাই সুমিতার হয়েছে, ঠাকুরপো। সে আপনার উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে, সে নিজেকে কঠোর শাস্তি দেবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছে। তবুও কি আপনার পক্ষে কিছুমাত্র করণীয় নেই ঠাকুরপো?"

আমি ম্লানহাস্যে কহিলাম, "বলুন, আমি কি করতে পারি? ঐ যুবক-দেওয়ানের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ত করতে পারি না? আর দেওয়ানী নিয়েও আপনার বান্ধবীর ষ্টেট্কে পরিচালনা করতে পারি না। তা ছাড়া, সুমিতা দেবীর মন যদি এমন ভাবে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হ'বার আশঙ্কা থাকে, তবে আমি কিছুতেই তাঁর কোন ঝঞ্ঝাটে যেতে পারি না। আমি এমন ঠুন্‌কোমনা নারীকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি বৌঠান।"

তরুণী ধীরা বৌঠানের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "অর্থাৎ আপনি উপেক্ষাই করুন, কোন সংবাদই না রাখুন এবং দৃঢ়ভাবে অস্বীকারই করুন, সেই অভিশপ্ত নারী অন্যমনা হয়ে আপনার দিকেই চেয়ে থাক্‌বে। এই ত ঠাকুরপো?"

আমি কাতরস্বরে কহিলাম, "দোহাই আপনার বৌঠান, আপনি এ আলোচনা বন্ধ করুন।"

ধীরা বৌঠানের মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কিছু সময় নীরবে থাকিয়া সহসা কহিলেন, "না, দেখছি কিছুতেই কিছু হবার নয়।" এই বলিয়া তিনি আমার নতদৃষ্টি মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "শুনলাম, কাশীধামে কে একজন দানশীলা মহিলা এসেছেন? তিনি নাকি আপনার হাতে এক লক্ষ টাকা দুঃস্থ বাঙালী-দের ভিতর বিতরণ করবার জন্য দিয়েছেন?"

আমি কহিলাম, 'হাঁ, সত্য। তবে টাকাটা আমি হাতে নিই নি, তাঁরাই বিতরণ করবেন। আমি শুধু দুঃস্থগণকে পরীক্ষা ক'রে কে কিরূপ সাহায্য পাবার অধিকারী, তা স্থির করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।"

তরুণী বৌঠান নিম্নস্বরে কহিলেন, "কে এই দানশীলা মহিয়সী নারী, ঠাকুর পো?"

আমি চিন্তান্বিত স্বরে কহিলাম, "আমি জানি না। আমি তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করা অনধিকার চর্চা করা হবে চিন্তা ক'রে কোন কৌতূহল প্রকাশ করি নি, বৌঠান।"

বৌঠান কিছু সময় নীরবে থাকিয়া কহিলেন, 'আমি ভাই, আশ্চর্য হ'য়ে পড়ি, যখন ভাবি আপনাদের দু'জনের ভিতর অতীতে যে-মধুর আকর্ষণ ছিল, কিসের প্রভাবে আজ তা এমন ভাবে কলুষিত হয়ে উঠল? আমার মন ভাবতে বাধ্য হয়, বুঝি বা সেদিন আপনারা পরস্পরকে সত্যকার ভালবাসার বাঁধনে বাঁধেন নি।"

আমি নীরবে রহিলাম, কোন উত্তর দিলাম না। বৌঠান পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, "শুনি লোকে বলে একবার য'াকে মানুষ ভালবাসে, মন দেয়, আর কখনও তা' ভুলতে পারে না। আচ্ছা, এ কথার ভিতর কি কোন সত্য আছে, ঠাকুর পো?"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "বৌঠান, এই পৃথিবীতে দু'টি সম্প্রদায় আছে, ধনী ও দরিদ্র। এই উভয় সম্প্রদায়ের দু'টি বিভিন্ন মতবাদ আছে। যাঁরা ধনী, তাঁদের মতে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করতে পারা যায়। সুতরাং তাঁদের অভিধানে ভালবাসার বা মন দেওয়া না দেওয়ার যে ভাষ্য লেখা আছে, তাতো আমাদের মত দরিদ্রের অভিধানের সঙ্গে মেলে না, বৌঠান। সুতরাং......"

ধীরা বৌঠান বাধা দিয়া ম্লানস্বরে কহিলেন, "আপনার অভিমান

হয়েছে, ঠাকুর পো। তাই আপনার দৃষ্টি ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে। নইলে দেখতে পেতেন, যাঁকে একদিন ভালবেসে ছিলেন, সে যখন এক লম্পট ও ধূর্তের অভিনয়ে দিন দিন আপনাকে নিঃসহায় ক'রে ধরা দেবার জন্য এগিয়ে চলেছে, তখনও আপনি অভিমানের মোহে আপনাকে বিস্মৃত হ'য়ে পড়ছেন।"

আমি মৃদু ম্লান হাস্যে কহিলাম, "আমি দরিদ্র, বৌঠান। আমি কোন কিছুরই উপযুক্ত নই। আপনার বান্ধবী সেদিন আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন, যে তিনি কত উর্দ্ধে আর আমার স্থান কিরূপ নিম্নে।"

ধীরা বৌঠান কিছু বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে প্রভাত ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল এবং আমাকে দেখিতে পাইয়া সোল্লাসে কহিলেন, "এই যে এসেছিস। আমি সারা পথ ভাবতে ভাবতে আসছি, বাড়ী গিয়ে দেখব, তুই আসিস নি এবং......" এই অবধি বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

তরুণী বৌঠান, স্বামীর চাদর ও ছড়ি রাখিয়া কহিলেন, "বস একটু। আমি খাবার দেবার জন্য বলি। খেয়ে নিয়ে যত খুশি, যতক্ষণ খুসি বন্ধুর সঙ্গে বসে আলাপ করো।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রে যখন রিলিফ-ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সুরেশ অপেক্ষা করিতেছিল, কহিল, "যে-মহিলার দান কার্যের ভার নিয়েছেন, তাঁর দেওয়ান আপনার সঙ্গে দেখা

করতে এসেছিলেন। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গিয়েছেন, দাদা।'

আমি কহিলাম, "তারপর?"

'তিনি ব'লে গিয়েছেন, আপনি যদি আগামী কাল বেলা দশটার পর বারটার মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন, তাহলে—"

আমি বাধা দিয়া কহিলাম 'আমি যে পারবো না, তাঁকে বললে না কেন?"

সুরেশ কহিল, 'বলেছি, দাদা। ফলে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে উঠলেন এবং দ্বিতীয় কোন কথা না বলেই চলে গেলেন।"

আমার মন সাতিশয় উদ্বেগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। আমি কহিলাম, "আমি অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছি, সুরেশ। সব কথাবার্তা আজ বন্ধ থাক ভাই। আমি একটু ঘুমুতে চাই।" এই বলিয়া আমি শয়ন কক্ষে গমন করিলাম।

শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে দেহ আমার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মনে পাষাণ চাপ অনুভূত হইতেছিল। কিন্তু শয্যায় শয়ন করিয়া অচিরেই দেখিতে পাইলাম, যে নিদ্রিত হইবার কোন সম্ভবনা নাই।

আমার মন জুড়িয়া শ্রীমতী সুমিতার চিন্তা ছাইয়া আসিল। আমি জানিতাম, আমি বুঝতাম, কিরূপে নারীর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ও ঘৃণা সত্ত্বেও, তারা একজাতীয় গোক্ষুরা সর্প সদৃশ লম্পট, চরিত্রহীন পুরুষের মোহজালে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে অসহায় ভাবিয়া জড়াইয়া পড়ে। এক বাঙলাদেশে কত অভাগিনীই যে এইভাবে তাহাদের চিরজীবন অভিসপ্ত

করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের আর সংখ্যা নাই। চরিত্রহীন পুরুষ অন্তঃপুরচারিণী পবিত্র, শুভ্রচরিত্র সতী মেয়েদের বিভ্রান্ত করিয়া, অভিনয়ে অভিনয়ে তাহাদের প্রতারিত করিয়া গৃহের বাহিরে লইয়া যায়, নারকীয় জীবন যাপন করাইয়া, আপনাদের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিয়া লয়। যে সব হতভাগিনী নারী প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে না, তাহার অবশিষ্ট জীবন তিলে তিলে তুঁযের আগুণে দগ্ধ হ'য়ে অতিবাহিত করে।

আমি জানিতাম, আমি দেখিয়াছি, সুতরাং সুস্মিতাকে ঘিরিয়া তেমনি এক লম্পটের অভিনয় কাহিনী শুনিয়া আমার মন উদ্বেগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু আমি কি করিতে পারি? এরূপ ক্ষেত্রে সুমিতাকে কোন উপদেশ দিতে যাওয়ায় অর্থই হইবে, তাহার বিরূপত্ব অর্জন করা।

শিশু আগুন দেখিয়া প্রলুব্ধ হয় ও আগুনকে স্পর্শ করিবার জন্য অতীব আকুল হইয়া উঠে, সেক্ষেত্রে কেহ কেহ উপদেশ দেয় যে, শিশুকে একবার অগ্নি স্পর্শ করিতে দিলে, শিশু অগ্নির জ্বালা ও বেদনা সম্যকরূপে বোধ করিতে পারিবে এবং আজীবন সতর্ক থাকিবে। তেমনি যে-সব তরুণী মোহের বশে, চরিত্রহীন পুরুষের অভিনয়ে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহারা যদি শিশুর মতই অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাহা হইলে আর কখনও তাহাদের জন্য ভয়ের কিছু হেতু থাকিবে না। কিন্তু শিশু ও অগ্নির তুলনা, এরূপ ক্ষেত্রে কি চলিতে পারে? পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে কোন মহৌষধি প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা আমি জানি না। তবে সুমিতাকে রক্ষা করি আমি কোন্ উপায়ে?

অন্তরের ডাক

ভাবিতে ভাবিতে একসময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, দেখি প্রভাত হইয়াছে, একমাত্র সুরেশ ব্যতীত সকলে রিলিফ্-ক্যাম্পে চলিয়া গিয়াছে।

সুরেশ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল "আপনার শরীর ভাল নেই, দাদা। আজ আর আপনার সেণ্টারে যাবার প্রয়োজন নেই। আমি একরকমে চালিয়ে দেব।"

আমার মন ও দেহ ভাল ছিল না। "কহিলাম তাই যাও, সুরেশ। সত্যই আজ আমি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছি।"

সুরেশ আমার জন্য চা ও জলখাবার পাঠাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি চা পানান্তে শয়নকক্ষে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার মনে নানা চিন্তা ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল। সুমিতার চিন্তা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। সুমিতা একজন লম্পট মন্তপের অভিনয়ের ও কুহকের জালে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এই চিন্তা আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম সত্যই কি আমি সুমিতাকে ভালবাসি? সত্যই কি আমি তাহার ভাল মন্দের সহিত আপনার ভাল-মন্দের বোধ সমন্বয় করিতে পারিয়াছি? ধনী কন্যা, বিরাট সম্পদের উত্তরাধিকারিণীর জন্য আমার মত একজন দীন-দরিদ্রের এইরূপ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা অসমীচীন এবং হাস্যকর অবস্থা নহে কি?

আমি কায়মনোপ্রাণে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতে

লাগিলাম, ভগবান! সুমিতাকে সম্পদশূন্যা করো, দয়াময়! সুমিতাকে আমার সমভূমিতে নাবিয়ে আন, প্রভু! আমি তাহাকে আপন বলিয়া দাবি করিতে পারি, এমন এক পরিস্থিতির সমাবেশ করো, দয়াময়!"

সুমিতা! আমার বাল্যের খেলার সাথী, আমার কৈশরের আকর্ষণ আমায় প্রথম যৌবনের পরম বিস্ময়, সুমিতা। সুমতিাকে দেখিয়া আর আশা মিটিতে চাহিত না আমার। সুমিতাকে প্রত্যহ একটিবার না দেখিলে, আমার সমস্ত জগৎ বিষময় হইয়া যাইত, আমি কিছুতেই শান্তি পাইতাম না। আমি সেই সুমিতাকে গত ছয়মাস কাল দেখি নাই। সেই সুমিতার আমি কোন সংবাদ না লইয়া নির্বিকার নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইয়া চলিতেছি, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি থাকিতে পারে?

এমন সময়ে কেহ কর্কশ স্বরে দ্বারের বাহির হইতে কহিল, বাবুজি!"

আমি সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং কক্ষের বাহিরে গিয়া দেখিলাম, অপরিচিতা, দানশীলা মহিলার একজন দারোয়ান দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমার স্মরণ হইল গতকল্য এই লোকটি তাহাদের দেওয়ানের আহ্বান জানাইতে আসিয়াছিল। আমি বিরক্ত কণ্ঠে কহিলাম 'কি সংবাদ?'

দারোয়ান অভিবাদন করিয়া কহিল, "হুজুর আপকো বোলাতে হেঁ।"

আমি স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলাম, "তোমার হুজুরকে ব'লো, আমার অবসর হ'লে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব। যাও।"

দারোয়ানের সারা মুখে অভিনব বিস্ময় ও শঙ্কার আভাস ফুটিয়া

উঠিল। সে কহিল, "নেহি, হুজুর। আপিকো আবি বোলাতে হেঁ।
বহুত জরুরী কাম হ্যায়, হুজুর।"

আমি বিরক্ত কণ্ঠে কহিলাম, "যদি জরুরী কাজ থাকে, তবে তাঁকে এখানে আসতে বলোগে, যাও।"

দারোয়ান সভয়ে আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। আমি শয়ন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, বাড়ীর বহির্মহলে যে ঘরটী বৈঠকখানা হিসাবে আমরা ব্যবহার করিতেছিলাম, সেই কক্ষে গিয়া একটি চেয়ারের উপর উপবেশন করিলাম।

আমি পুনশ্চ নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নীরবে ক্লান্ত দৃষ্টি মুদিত করিয়া বসিয়া রহিলাম।

কখন যে একখানি মোটর আসিয়া আমাদের বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। অকস্মাৎ জুতার শব্দে চমকিত হইয়া দেখি, সাহেবী পরিচ্ছদে ভূষিত একটি যুবক গম্ভীর মুখে প্রবেশ করিতেছে।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, আমাকে দেখিবামাত্র আগন্তুক যুবক কঠিন স্বরে কহিল, "আপনিই অমর বাবু?"

আমি শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলাম, "হঁা, আমারই নাম।"

যুবক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনাকে আমি গত কাল থেকে ডেকে পাঠাচ্ছি, যান নি কেন?"

আমি নির্বিকার স্বরে কহিলাম, "সেজন্ত আমি দুঃখিত। তা'ছাড়া

আমি ভেবেছিলাম, প্রয়োজন যখন আপনার, তখন আপনারই আমার কাছে আসা উচিত।"

দেখিলাম, যুবকের মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সে-কিছু সময় কোন কথা বলিতে পারিল না। পরে আমার দিকে জ্বল্ জ্বল্ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আপনি কা'র সঙ্গে কথা বলছেন, জানেন, অমরবাবু?"

আমি মৃদু হাস্য-মুখে কহিলাম, "হয় ত জানি, একজন বেতন ভুক উদ্ধত কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছি।"

বিলাত ফেরত দেওয়ান ভূমে পা ঠুকিয়া কহিল, "*Shut-up*! দেখছি একজন সম্পূর্ণ অযোগ্য ব্যক্তির হাতে এক দায়িত্ব পূর্ণ কাজের ভার অর্পিত হয়েছিল। আরও দেখছি, আমি যা স্বয়ং না দেখব, অপদার্থ ম্যানেজারের দ্বারা তা' কিছুতেই ঠিক হবে না।" এই বলিয়া দেওয়ান মুহূর্ত কয়েক কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আপনাকে আমি দায়িত্ব-মুক্ত ক'রে যাচ্ছি। এখন হ'তে আমার কর্ত্রীর সঙ্গে অথবা কোন কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা মাত্র করবেন না। আশ্চর্য হচ্ছি, আপনার মত একটি অবিনীত, অক্ষম ব্যক্তিকে তিনি নির্ধারণ করলেন কোন্ বিবেচনায়!" এই বলিয়া যুবক দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। অল্প-সময় পরে মোটর চলিবার শব্দ উত্থিত হইয়া আমাকে জানাইয়া দিল যে, বিলাত ফেরত যুবক দেওয়ান চলিয়া গিয়াছে এবং আমাকে এক মহান দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়া গিয়াছে। আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনশ্চ পরিত্যক্ত চেয়ারটার উপর উপবেশন করিলাম।

—একাশী—

অতনুর ডাক

সারাদিন আলস্যের ভিতর অতিবাহিত করিয়া, অপরাহ্নে ভ্রমণে বাহির হইবার জন্য সজ্জিত হইতেছি, এমন সময়ে দ্বারের বাহিরে একটি বিনীত স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি কৌতূহলী হইয়া দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলাম, অপরিচিতা মহিলার ম্যানেজার মহেশ্বর মহাপাত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

আমি তাঁহাকে সমাদরের সহিত কক্ষের ভিতর আনিয়া বসিতে বলিলাম এবং মৃদু হাস্য মুখে কহিলাম, "আমি দায়িত্ব মুক্ত হয়েছি, মহেশ্বর বাবু। সেজন্য আমি আপনাদের যুবক দেওয়ানের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।"

মহেশ্বর বাবু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "দেওয়ান মশায় ত আপনাকে দায়িত্ব দেন নি, অমর বাবু। সুতরাং মুক্তি দেবার অধিকারও তাঁর ছিল না।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "আপনি কি বলছেন, স্পষ্ট ক'রে বলুন ত?"

মহেশ্বর বাবু শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমার পূজনীয় কর্ত্রী আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, তিনি আপনাকে জানাতে আদেশ দিয়েছেন, যে দেওয়ান মহাশয়ের কোন অধিকার ছিল না, তাঁর ইচ্ছার কোন ব্যতিক্রম করা। সুতরাং আপনি দয়া ক'রে মার ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে তাঁকে বাধিত করবেন।"

আমি বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, "অর্থাৎ আমার দায়িত্ব এখনও বজায় আছে?"

"হাঁ, অমর বাবু।" এই বলিয়া মহেশ্বরবাবু পুনশ্চ কহিলেন,

"আমার রাজরাণী-মা, দেওয়ানের রিপোর্ট শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন। তিনি দেওয়ান মশায়কে সেজন্য ভৎসনাও করেছেন। তিনি আপনাকে সবিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন, যেন আপনি অবিলম্বে দান কার্যটুকু সম্পন্ন ক'রে ফেলেন।"

আমি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলাম, "উত্তম, আমি অভাবী প্রার্থীদের একটা লিষ্ট্ যত শীঘ্র সম্ভব তৈরী ক'রে পাঠিয়ে দেব।"

মহেশ্বর বাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, অমরবাবু। ওসবের আর কোন প্রয়োজন নেই। তা'তে অনর্থক কাজে বিলম্ব ঘটবে মাত্র। আমার কর্ত্রী বলেছেন, তিনি যখন আপনাকে বিশ্বাস করেছেন, তখন সম্পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করতে চান। নইলে তার দানের ফল সম্পূর্ণরূপে ফলবে না। সেজন্য তিনি টাকাটা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি লিষ্ট তৈরীতে অনর্থক সময় অপব্যয় না ক'রে যথার্থ প্রার্থীকে সেই অবসরে যথাযোগ্য দান করলেই শীঘ্র কাজ শেষ হয়ে যাবে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার হস্তধৃত এ্যাটাচী কেসটি আমার শয্যার উপর রক্ষা করিলেন এবং পুনশ্চ কহিলেন, "একবার টাকাটা দয়া ক'রে পরীক্ষা ক'রে নিন।"

আমি বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। আমি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলাম, 'এই এ্যাটাচী কেসে এক লাখ টাকা আছে?"

মহেশ্বর বাবু নির্বিকার স্বরে কহিলেন, 'হাঁ, অমরবাবু।"

আমি সবিস্ময়ে কহিলাম, "কোন্ ব্যক্তিকে এবং কোন্ ঠিকানায় কত টাকা দেওয়া হ'ল, তাও আপনার কর্ত্রী জানতে চান না?"

মহেশ্বর বাবু মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, 'না, চান না, অমরবাবু। তা ছাড়া চাওয়াটাই সম্পূর্ণরূপে অন্য ব্যাপার হত। কারণ তিনি ত আর হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার দিচ্ছেন না যে, লেখাপড়ার প্রয়োজন বোধ করবেন।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিনীতস্বরে পুনশ্চ কহিলেন, "টাকাটা গুণে নিন, অমরবাবু।"

আমি মুহূর্ত কয়েক দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া কহিলাম, "আপনাদের আমি জানিয়েছিলাম যে, টাকার সংশ্রব আমি রাখব না, মহেশ্বরবাবু। আপনারা যদি আমার সর্তে রাজী না হন, আমার মুক্তি নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না।"

মহেশ্বরবাবু বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি টাকাটা রাখবেন না?"

আমি নির্বিকার স্বরে কহিলাম, "না। আপনি টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে যান। আমি আপনাদের এই কথা দিচ্ছি, যে আগামী সপ্তাহ অতীত হ'বার পূর্বেই দানকার্য শেষ করে দেব।"

মহেশ্বরবাবু ম্লানস্বরে কহিলেন, "রাজরাণী-মা আমার অত্যন্ত ব্যথিত হবেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "ব্যথিত হবেন কেন? আমি ত তাঁকে ঘুণাক্ষরেও অপমানিত করি নি? আপনি তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে বলবেন, আমি তাঁকে আঘাত দেবার জন্য টাকাটা অস্বীকার করি নি। উপরন্তু তিনি যে আমাকে সর্বম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পেরেছেন, এই কথাটা আমাকে আজীবন কৃতজ্ঞ করে রাখবে। তবে এরূপ

একটা বৃহৎ অঙ্কের টাকার দায়িত্ব নেওয়া, আমার মত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয় বলেই অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি, মহেশ্বর বাবু।'

মহেশ্বরবাবু একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, 'আমার রাজরাণী-মা'র নির্ধারণ যে কিরূপ নির্ভুল, তা' দেখে আমি বিস্মিত হয়ে পড়েছি।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং লক্ষ মুদ্রাপূর্ণ এ্যাটাচি কেসটি হাতে লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আপনার দর্শন আবার কবে পাব, অমরবাবু?"

আমি মৃদু হাস্যমুখে কহিলাম, "যখনই আপনার কর্ত্রীর কোন প্রয়োজন হবে, আমাকে জানালেই আমি উপস্থিত হব, মহেশ্বর বাবু।"

মহেশ্বর বাবু মুহূর্ত কয়েক চিন্তা করিয়া পুনশ্চ উপবেশন করিলেন এবং আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "কেন জানি না, আপনার কাছে আমার মনের সংশয় প্রকাশ ক'রে সহানুভূতি চাইতে আমার অন্তর্যামী প্রেরণা দিচ্ছেন, অমর বাবু।" এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত কয়েক নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমি কর্তার আমলের পুরাতন কর্মচারী অমরবাবু। তিনি স্বর্গারোহণ করবার পর, বহু বছর বিশাল ষ্টেটের গুরু দায়িত্ব এই শিরে বহন ক'রে এসেছি। আমার মাথার এক গাছি চুলও আর কাল নেই। এতদিন ষ্টেট্ বেশ নির্বিবাদেই পরিচালিত হচ্ছিল, কিন্তু আমাদের দেবী-শ্রেষ্ঠা কর্ত্রীর মনে কেন যে সংশয় উপস্থিত হল, কেন যে বিলাত ফেরত যুবককে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করলেন, আর কেনই বা তিনি এই দেওয়ানের সকল প্রকার অনাচারের দিকে ভ্রূক্ষেপ-হীন হ'য়ে আছেন, বোঝা সত্যই বিষম সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে অমর বাবু।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "দেওয়ান কি উপযুক্ত নন?"

"উপযুক্ত!" এই বলিয়া মহেশ্বর বাবু মৃদু হাস্য করিলেন। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "একটি ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক, যিনি বিলাত থেকে কয়েকটা ডিগ্রী নিয়ে শুধু ফিরেছেন, যিনি বিষয়-কর্মের কিছুই বোঝেন না তাঁর হাতে যদি এরূপ একটা বিশাল ষ্টেট্ পড়ে, তবে কতটুকু ঠিক কাজ তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায়, অমর বাবু?"

আমি কহিলাম, "আপনাদের কর্ত্রী সে সব উপেক্ষা করেন কেন?

মহেশ্বর বাবু তাঁহার মস্তকের শুভ্র চুলের ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে কহিলেন, "একমাত্র ভগবানই জানেন, অমরবাবু। আমি একাধিকবার কয়েকটি অত্যাচারের দিকে কর্ত্রীমার দৃষ্টি আকর্ষিত করেছিলাম, কিন্তু তিনি শেষে আমাকেই ভৎর্সনা করবার হেতু খুঁজে পেয়েছিলেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া চিন্তা করিলাম, পরে মৃদু-হাস্য মুখে কহিলাম, "হয় ত এমনও হ'তে পারে, যে আপনাদের কর্ত্রী দেওয়ানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁর কার্য্যে তিনি অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হয়ে আছেন। কিংবা অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বা কোন বিস্ময়ের সম্মুখীনও হতে পারেন।"

মহেশ্বরবাবু সভয়ে কহিলেন, "আপনিও কি সেই সন্দেহ পোষণ করেন অমরবাবু? সর্বনাশ! তা হলে এতদিনের একটি পুরাতন বনেদী জমিদার বংশ লোপ পেয়ে যাবে, অমরবাবু?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সহসা দুই হাতে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি ক্ষণকাল নীরবে রোদন করিয়া

বৃদ্ধ কহিলেন, "জানি না, এই বৃদ্ধ বয়সে কি দেখে মরতে হবে, অমরবাবু। এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি, এমন কোন কিছুই কোন দিকে দেখতে পাচ্ছি না, অমরবাবু।"

আমি কহিলাম, "আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেবেন, মহেশ্বরবাবু ?"

মহেশ্বর বাবু তটস্থ হইয়া কহিলেন, "আদেশ করুন ?"

"আপনার কর্ত্রী কি যুবক দেওয়ানের ওপর অনুরক্তা হয়ে পড়েছেন ? অর্থাৎ তিনি কি দেওয়ানকে বিবাহ করবেন, এমন কোন ইচ্ছা আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন ?" আমি ধীর অথচ স্পষ্ট স্বরে প্রশ্ন করিলাম।

মহেশ্বর বাবু বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "আমার দৃষ্টিতে তেমন কিছু ধরা পড়ে নি, অমরবাবু। তবে মাত্র আজই আপনার কাছে আসার জন্য এবং আপনাকে দান কার্যের দায়িত্ব-মুক্ত করবার জন্য, কর্ত্রীকে যেরূপ ক্রুদ্ধ হতে দেখেছি, এবং দেওয়ানকে ভর্ৎসনা করতে শুনেছি, তাতে কোন অনুরাগ কি সম্ভবপর ? অমর বাবু ?"

আমি হাস্য করিয়া কহিলাম, "অনুরাগ কি শুধু মিষ্ট কথার রূপ ধরেই প্রকাশ পায় ? অনুরাগ, ক্রোধ, ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণার ভিতর দিয়েও প্রবল ভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। হাঁ আর এক কথা, আপনারা দেওয়ানকে পছন্দ করেন না, সত্য ?"

মহেশ্বরবাবুর মুখে দারুণ ঘৃণার আভাস ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন আমি একটা বিষাক্ত সর্পকে শিয়রে রেখে নিদ্রা যেতে পারি, তবুও দেওয়ানের হাতে একটা দিনের জন্য ষ্টেট্ দিয়ে নির্ভর করতে পারি না।"

আমি মৃদু হাস্য মুখে কহিলাম, "কিন্তু আপনাদের কর্ত্রী চোখ বুজেই সমর্পণ করেছেন।"

"তা, করেছেন, আমাদের দুর্ভাবনাও তাই, অমরবাবু। আর একমাত্র স্বর্গত প্রভুর প্রতি আমাদের আনুগত্যের জন্য আমরা এই যুবকের নিকট শতবার অপমানিত হয়েও মুখ বুজে সব সহ্য করে চলেছি। ভুলেও একটি অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করি নি, এই বলিয়া মহেশ্বর বাবু ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "যদি আপনার সন্দেহ সত্য হয়, যদি রাজরাণী-মা আমার দেওয়ানের কুহকে পড়ে আত্মবিস্মৃত হন, এবং আপনাকে বিলিয়ে দেন. তা হলে যে সর্বনাশের সূত্রপাত হবে, ভাবতেও আমার ভরসা হয় না, অমর বাবু।"

আমি মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিলাম, "ঠিক এমনি অবস্থাতেই আমার এক পরিচিত আত্মীয় স্বরূপা তরুণী বালিকা পড়েছেন। তাই ভাবিছি, অনুমান ও বাস্তব সত্যের ভিতর কিরূপ জ্বলন্ত ব্যবধান বর্ত্তমান। সেখানকার অবস্থাও যদি আপনাদের এখানকার মত হ'য়ে থাকে, তবে বড়ই চিন্তার বিষয়, মহেশ্বর বাবু। আমি জানি না, এমন ক্ষেত্রে আপনাকে আমি কি উপদেশ দিতে পারি। আমার মনে হয়, এক মাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নেই, আপনাদের কর্ত্রীর মনোভাব পরিবর্ত্তন করেন। এ ক্ষেত্রে যিনিই তাঁকে উপদেশ দিতে যাবেন, তিনিই তাঁর বিষ দৃষ্টিতে পড়বেন। সুতরাং অদৃষ্টের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নেই।"

মহেশ্বর বাবুর মুখ চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তিনি একটা

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, অমরবাবু। মানুষের সাধ্য কতটুকু যে ভগবানের ইচ্ছার ব্যতিক্রম করে। কিন্তু আমরা যে কিছুতেই মনস্থির করতে পারি না, অমর বাবু।" বলিতে বলিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমার মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন; "এই সবের পরেও কি টাকাটা আপনার কাছে রাখা চলে না, অমর বাবু; আমার ভয় হয়, যদি কোন গোলযোগ ঘটে, কর্ত্রীমার ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে যাবে। কিন্তু টাকাটা আপনার নিকট গচ্ছিত থাকলে, আর কোন কিছুতেই কোন ব্যতিক্রম ঘটাতে পারবে না!'

আমি দ্রুত চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার মানস দৃষ্টিতে একটী সহায়হীনা, ভাড়াটে কর্মচারী দ্বারা পরিবৃত্ত অসহায় তরুণীর মুখ ভাসিয়া উঠিল। দেখিতে পাইলাম তাঁহার একান্ত ইচ্ছার ব্যতিক্রম করিবার জন্য স্বার্থপর কর্মচারীর দল নানা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে। টাকাটা দুর্গতদের ভাগ্যে না পড়িয়া অসৎ কর্মচারীগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেছে। আমি অকস্মাৎ মনস্থির করিলাম, মহেশ্বর বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলাম, "বেশ, টাকাটা তবে আমার কাছেই থাক, মহেশ্বর বাবু।'

মহেশ্বরবাবুর মুখভাব আলোকিত হইয়া উঠিল, তিনি আমার মস্তকে একটী হাত রাখিয়া অশ্রুভারাক্রান্তস্বরে কহিলেন, 'ভগবান আপনাকে সুখী করুন, শান্তি দিন. অমর বাবু। আপনার এই অস্বীকৃতি, রাজরাণী-মা'র মনে যে কিরূপ শেলাঘাত হয়ে বাজত তা বুঝেই আমি এতটা কাতর হয়ে পড়েছিলাম। এইবার দয়া করে টাকাটা গণনা করে নিন।"

আমি কহিলাম, "শুধু চাবিটা আমার হাতে দিন। এ্যাটাচী কেস

খোলবার কোন প্রয়োজন নেই। আমি যেমন জানি, একটীও পয়সা আপনি কম আনেন নি, তেমনি আপনিও জানেন, গণনা ক'রে নিলেও আমার উপর কোন বন্ধন পড়ে নি।" এই বলিয়া, আমি মহেশ্বর বাবুর হাত হইতে চাবিটী লইয়া এ্যাটাচী কেসটী একবার খুলিয়া দেখিলাম এবং পুনশ্চ বন্ধ করিয়া আমার বৃহৎ ট্রাঙ্কের ভিতর রাখিয়া চাবিবন্ধ করিয়া দিলাম।

ইহার পর মহেশ্বর বাব খুশিমনে প্রস্থান করিলেন এবং আমি কি ভাবে শীঘ্র দায়িত্ব মুক্ত হইতে সক্ষম হইব চিন্তা করিতে লাগিলাম।

পরদিন প্রভাতে প্রভাত ও ধীরা বৌঠান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাদের সমাদর করিয়া আমার শয়ন কক্ষে বসাইয়া কহিলাম, তারপর কি আদেশ বৌঠান ?"

তরুণী ধীরা বৌঠান কহিলেন, "আপনি কি স্থির করেছেন, জানবার জন্য এসেছি, ঠাকুরপো।"

আমি বুঝিতে পারিয়াও তাঁহার প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া কহিলাম, "আপনি কোন্ বিষয়ের কথা বল্‌ছেন, বৌঠান ?"

বৌঠান মুহূর্ত কয়েক আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন, পরে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া নৃতস্বরে কহিলেন, "এত অল্প সময়ের ভিতর, এতখানিও যে পরিবর্তন হয়, তা' সত্যই বিস্ময়কর, ঠাকুরপো। আপনি যে কোনদিন সুমিতাকে এমন নির্দয়ভাবে উপেক্ষা করতে পারবেন, তা' আমার স্বপ্নাতীত বিষয় ছিল। আচ্ছা সত্যই কি আপনি তাকে কোন দিন ভাল বাসেন নি ?"

আমি বৌঠানের উক্তি শুনিয়া মৃদু হাস্য করিলাম, কহিলাম, "আমি কোন তর্ক করতে চাইনে বৌঠান, তবে আমি যে কি করতে পারি, তা'

ত একবার ভেবে দেখ্‌ছেন না। আমার মত একজন সাধারণ লোক দ্বারা এসব সমস্তার সমাধান কি কখনও সম্ভবপর আপনি ভাবেন ?"

বৌঠান সবিস্ময়ে কহিলেন, "অর্থাৎ ?"

অর্থাৎ আপনার বান্ধবী সুমিতা দেবী যে-স্তরের, তাঁর কাছে বিলাত ফেরত দেওয়ানের পক্ষেই সমভূমিতে দাঁড়ান সম্ভবপর হয়। কিন্তু আমার যে ওসব কোন কিছুই নেই, যার বলে সুমিতার সম্মুখে আমি শির উঁচু ক'রে দাঁড়াইতে পারি, বৌঠান।"

তরুণী বৌঠানের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "যে-প্রেম এমন হিসাবী, সে-প্রেম নিয়ে শুধু ব্যবসা করা চলে, ভালবাসা চলে না, ঠাকুরপো। দেখছি, আমারই ভুল হয়েছে। নইলে সুমিতার উক্তি শুনে এমন ভুল ত হবার কথা ছিল না আমার, দেখ্‌চি, হতভাগী সব দিক দিয়েই প্রতারিত হয়েছে, নইলে—"

বাধা দিয়া আমি কহিলাম, "আপনি যে-প্রেমের কথা বলছেন, সে প্রেম নিয়ে যদি আপনার বান্ধবী নাড়া চাড়া করতেন, তা'হলে—" এই অবধি বলিয়া সহসা আমি নীরব হইলাম এবং মুহূর্ত কয়েক পরে পুনশ্চ কহিলাম, "না এ আলোচনা থাক, বৌঠান। যা [illegible] নয়, যা কখনও হ'তে পারে না, তা নিয়ে ব্যর্থ আলোচনা না ক'রে, আসুন অন্য কিছু বিষয় আলোচনা করা যাক।"

তরুণী ধীরা মুখ ভার করিয়া কহিল, "আপনি যদি আনন্দ পান তা'তে, তবে অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে করতে পারেন, ঠাকুরপো। আমার

মনের অবস্থা এখন এমন নয়, যা নিয়ে যা খুসী করতে পারি। আমার সমগ্র মন সেই হতভাগীটার ওপর সর্বদা প'ড়ে আছে। তার চোখের জল দেখা অবধি আমার কোন কিছুতেই শান্তি নেই, ঠাকুরপো। আপনি পুরুষ মানুষ, জানিনা, আপনাদের মন কোন বস্তুতে তৈরী, জানিনা, আপনি কোন শক্তিবলে, তেমন আকর্ষণও ভুলে থাকতে সক্ষম হন। কিন্তু যে অবধি শুনেছি, একটা শয়তান ছলনার জাল বুনে, আমার বান্ধবীকে ধীরে ধীরে জড়িয়ে ফেলছে, সেই অবধি আমার মনে কোন শান্তি নেই স্বস্তি নেই, আমি যদি আপনার অবস্থায় পড়তাম, তা' হলে' একটা মুহূর্তের জন্যও এমন নিশ্চিন্ত ভাবে বসে থাকতে পারতাম না, ঠাকুরপো।"

আমি ম্লান হাস্যের সহিত কহিলাম। "আমি কি যে করতে পারি, তা' আপনি এখনও বলেন নি, বৌঠান।" আমি ধীর স্বরে প্রশ্ন করিলাম।

ধীরা দেবী কহিলেন, "আপনি সব কিছুই করতে পারেন। আপনি এই অসহায় তরুণী মেয়েকে আশু নিদারুণ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আপনি ইচ্ছা করলে, সব কিছুই করতে পারেন, ঠাকুরপো।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "আমি যে এত পারি, তা' আমি নিজেই জানি না, বৌঠান। কিন্তু আমি যে সুমিতার ষ্টেট্ ম্যানেজার অথবা দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত হ'য়ে, তা'র আদেশ তামিল করতে পারি না, তা' আমি জানি। তবেই আমাকে যদি আপনি এ বিষয়ে কোন অনুরোধ না জানিয়ে, আপনার বান্ধবীকে সতর্ক করেন, তা'হলে

যেন অনেকাংশে ভাল হয়। নইলে যা হয় না, হ'তে পারে না, তা' নিয়ে অনর্থক পণ্ডশ্রম করায় লাভ ত নেইই, উপরন্তু মনের শান্তিরও সমাধি ঘটে।

বন্ধু প্রভাত এযাবৎকাল নীরবে বসিয়াছিল। সে এইবার কহিল, "ভায়ার কি অভিমান পর্ব চলেছে?"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "না, প্রভাত, অভিমান পর্ব নয়, বরং শেলাঘাত পর্ব বল্‌তে পারো।"

তরুণী বৌঠান ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "ও আপনার নিছক মন গড়া বাজে অভিযোগ, ঠাকুরপো। পুরুষ মানুষ যখন নারীর মুখের কথা শুনে, সেই নারীকে বিচার করতে বসেন, তখন এমনি গুরু ভুলই তাঁরা করেন। নারী ম'রে গেলেও তাঁর মনের অনুরাগ পুরুষের নিকট ব্যক্ত করতে চায় না। তা'ই পুরুষের কর্তব্য হওয়া উচিত, কোন নারীকে বিচার করবার পূর্বে, তাঁরা যেন অন্য কোন নারীর দ্বারায় অভিযোক্তা নারীর মনের কথা অবগত হন। তা' হ'লে আর ভুল করবার কিছুই থাকবে না।"

আমি মৃদু হাস্য মুখে কহিলাম, "বেশ, আপনিই তবে সুস্মিতার অন্তরের কথা বলুন?" আমি নিজেকে একবার পরীক্ষা করে নিয়ে দেখি, ভুল ও গলদ কোথায় সঞ্চিত হয়েছে?"

তরুণী বৌঠান ধীর স্বরে কহিলেন, "সুস্মিতা কোন দিনই আপনাকে তাঁর কর্মচারী হবার জন্য অনুরোধ করে নি। উপরন্তু সে আপনাকে কর্মচারীর উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল।" আপনি যা'কে

নিজের প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন, তা'র স্বার্থ, তা'র শুভাশুভের দিকে দৃষ্টি রাখতে আপনার মন যদি বিরূপ হয়, তা' হ'লে আপনার অকৃত্রিম ভালবাসার ওপর সন্দেহ জাগে না কী ?"

আমি নীরবে শুনিতেছিলাম, নীরবে বসিয়া রহিলাম। তরুণী ধীরা বৌঠান পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "আপনি তা'কে ভুল বুঝে একটা অনর্থ বাধিয়ে চলে এলেন, ঠাকুরপো। আপনার ভুলের জন্য আপনি ত কষ্ট পাচ্ছেনই, উপরন্তু একটি তরুণী মেয়ে, যে আপনার হাতে সব কিছু নির্ভর ক'রে বসেছিল, তা'র বিনাদোষে শাস্তির আর অবধি নেই।" এই বলিয়া বৌঠান কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "এখনও কি আমার উক্তি, আপনার বোধগম্য হয় নি, ঠাকুরপো ?"

আমি কহিলাম, "আমাকে একটু ভেবে দেখবার সময় দিন, বৌঠান। আমি একটু গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে, আমার মনের কথা আমি কাল আপনাকে জানাব।

তরুণী ধীরা বৌঠান তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্বামীর দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তা'হ'লে আগামী কাল প্রাতে আমাদের ওখানে আপনার নিমন্ত্রণ রইল, ঠাকুরপো। আশা করি ঠিক সময়ে পৌঁছাতে ভুলে যাবেন না ?"

আমি ব্যস্তভাবে কহিলাম, "একটু চা পর্যন্ত পান না করে চলে যাচ্ছেন যে, বৌঠান ?"

তরুণী বৌঠান হাস্যমুখে কহিলেন, "এটা ত আপনার বাড়ী নয় যে, বন্ধু-বান্ধবকে আপ্যায়ন করবেন ? তা'ছাড়া দোকানের চা-খাবার খেতে

আপনার বন্ধুটি আদৌ পছন্দ করেন না। আর আমাকেও উনি, ওঁর অনুগামিনী ক'রে ফেলেছেন। সুতরাং আপনি মনে কিছু করবেন না, ঠাকুরপো।" এই বলিয়া হাস্যমুখি তরুণী বৌঠান, প্রভাতের সহিত বাহির হইয়া গেলেন। অল্প সময় পরে শুনিতে পাইলাম একখানি মোটরের মৃদু শব্দ বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়া মিলাইয়া গেল।

আমাদের সমিতির কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সুরেশ কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আজও আপনাকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে না, দাদা। আজই আমাদের বিতরণের শেষ দিন। সুতরাং আপনি না গেলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না।"

আজই সাহায্য বিতরণের শেষ দিন! আমি ঈষৎ চমকিত হইয়া ভাবিলাম, যে এমন গুরুত্বপূর্ণ কথাটাও আমার স্মরণ ছিল না। আমি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলাম, 'আগামীকাল লোকজন সব ফিরে যাবে ?"

"হাঁ, দাদা। উপস্থিত সকল কর্মীকেই হেড্ কোয়ার্টার কলকাতায় পাঠাবার আদেশ হয়েছে, জানেন। তা'রা সকলেই কাল ফিরে যাবে।" সুরেশ আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল।

আমি কহিলাম, 'আর তুমি ?"

সুরেশ মৃদু হাস্য মুখে কহিল, 'আমি আপনার সঙ্গে যাব দাদা।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, 'কিন্তু হেড্ অফিসের আদেশ যে…'

বাধা দিয়া সুরেশ কহিল, "লোকজনকে নিয়ে ফিরে যাওয়া।

দেওয়ানকেই ভবিষ্যৎ জমিদার ভেবে, দেবীকে অশ্রদ্ধা দেখাতে আরম্ভ করেছে।"

আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলাম, "দেবীর নিজেরই যখন এমন সঙ্গীন অবস্থা, সে সময়ে একলক্ষ টাকা দান করবার মত প্রবৃত্তি তিনি পেলেন কোথা হ'তে ?"

সুরেশ মুহূর্ত কয়েক দ্বিধা করিয়া কহিল, "তা'ও এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার, দাদা। আমি শুনলাম, যে দেবীর পৈত্রিক আমলের ও মাতার যত স্বর্ণ ও হীরকালঙ্কার ছিল, সমস্ত গোপনে বিক্রী করে ঐ টাকাটা সংগ্রহ করেছেন। এদিকে রেভিনিউ দাখিলের তারিখ আর মাত্র পনেরো দিন পরে। দেওয়ান কি করছেন আর করছেন না, কারুর কিছুই বোঝবার উপায় নেই। মহেশ্বর বাবু একবার গত কাল দেওয়ানকে রেভিনিউয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়েছিলেন, ফলে তিনি অপমানিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন।"

আমি কি বলিব, ভাবিয়া না পাইয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। সুরেশ মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "আমার ধারণা যে দেবী আর দান কার্যে তেমন উৎসাহ দেখাতে পারবেন না; শেষ অবধি ঐ টাকাটাই তাঁকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তিনি যদি ধর্মের ও পূণ্যের মোহে বাস্তব-সত্য ভুলে বসেন, তবে তা'র বড়ো দুঃখের ব্যাপার আর কিছু থাকবে না।"

আমি সচকিত হইয়া কহিলাম, "তুমি যে-সব কাহিনী বলছ, সব সত্য ত' সুরেশ ?"

সুরেশের মুখে এক টুকরা ম্লানহাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "সত্য না হলে, আমি সবাকার অপেক্ষা বেশী সুখী হতাম, দাদা।"

আমি কহিলাম, "দেবি বাঙলার কোন জেলার অধিবাসিনী?"

সুরেশ মুহূর্ত কয়েক নীরবে থাকিয়া কহিল, "শুনছি হুগলী জেলার কোন জমিদার বংশের উত্তরাধিকারিণী, দাদা।"

আমি ঈষৎ চমকিত হইয়া কহিলাম, "হুগলী? এক হুগলী জেলাতেই এমন কতগুলি একই অবস্থার উত্তরাধিকারিণী আছে কে জানে!"

সুরেশ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘড়ির দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "শেষ কাজটুকু শেষ ক'রে দিয়ে আসি, দাদা। তারপর ফিরে এসে আপনার সকল সন্দেহ ভঞ্জন করব।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

আমি বিমূঢ় চিত্তে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

সমিতির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। লোকজন, জিনিষ-পত্র এবং হিসাবপত্র খাতা সব কিছুই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। আমরা তিনমাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়া, বাড়ীটী ভাড়া লইয়াছিলাম। তখনও দুইমাস পূর্ণ হয় নাই, দান কার্য শেষ হইয়া গেলেও আমরা এই বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলাম।

আমার উপর যে দায়িত্বভার অর্পিত হইয়াছিল, দানশীলা মহিলার আভ্যন্তরিক শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিবার পরেও, তাহা সুচারুরূপে পালন করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সুরেশ দুঃস্থ ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করিতে লাগিল।

ইদানিং আমার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না। সেদিন অপরাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া, সুরেশের সহিত কথা বলিতেছিলাম, এমন সময়ে ম্লান ও গম্ভীর মুখে মহেশ্বর বাবু প্রবেশ করিলেন। আমরা তাঁহাকে সমাদর দেখাইয়া বসাইলাম। তিনি ক্ষণকাল কোন কথা বলিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "এই বার বুঝি সব গেল, অমর বাবু।"

আমি কহিলাম, "কেন, কি হয়েছে, মহেশ্বর বাবু?

মহেশ্বর বাবু কহিলেন, "রেভিনিউ দাখিলের মাত্র আর সাতটি দিন অবশিষ্ট আছে। কিন্তু দেওয়ান মশায় সেদিকে মন না দিয়ে…" এই অবধি বলিয়া সহসা তিনি নীরব হইলেন।

আমি সবিস্ময়ে কহিলাম, "তিনি কি করছেন?"

মহেশ্বর বাবু মুহূর্ত কয়েক দ্বিধা করিয়া কহিলেন, "তিনি কর্ত্রী মা'র সঙ্গে বারবার দেখা ক'রে শুনলাম, তাঁকে বিবাহ করবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেছেন।"

আমার বিস্ময়ের আর শেষ রহিল না। আমি কহিলাম, "বিবাহ? তবে কি আপনাদের কর্ত্রী এখনও কুমারী আছেন?"

আমার সবিস্ময় উক্তি শুনিয়া, মহেশ্বর বাবু ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "আমার রাজরাণী মা'র বয়স ত মাত্র সতেরো, অমরবাবু।"

"সতেরো!" আমি প্রবল বেগে কাঁপিয়া উঠিলাম। আমি ভাবিলাম, আমার সুমিতার বয়সও ত মাত্র সতেরো পূর্ণ হইয়াছে! আমি অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া কহিলাম, 'আপনাদের কর্ত্রীর নাম বলবার কি কোন আপত্তি আছে, মহেশ্বর বাবু?"

দেখলাম, মহেশ্বর বাবু মুহূর্ত কয়েক দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া কহিলেন, "আমরা কর্ত্রী মা'কে দেবী নামেই জানি, অমরবাবু। মা আমার দু'টো পাশ করেছেন। কিন্তু ধূর্ত শয়তান দেওয়ানের কবলে প'ড়ে, তাঁর বুদ্ধি বিচার শক্তি সব হারিয়ে বসেছেন।"

সুরেশ নীরবে শুনিতেছিল, কহিল, "আপনাদের দেওয়ান ত

সর্ব্বরকমে উপযুক্ত পাত্র। তবে বিবাহে আপত্তি কি?”

মহেশ্বর বাবুর মুখভাব ভীষণ হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, “তাঁকে বিবাহ করার মত দুর্ভাগ্যের চেয়ে, আমরা কর্ত্রী-মা’র মৃত্যু কামনা করি।”

সুরেশ প্রায় অস্ফুটস্বরে কহিল, “তারও আর-বেশী দেরী নেই।”

সুরেশের উক্তি মহেশ্বর বাবুর কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, ‘আপনি সত্য কথাই বলেছেন, সুরেশ বাবু। কর্ত্রী মা’র চোখের জল আজকাল আর শুকায় না। তিনি যে ভুল করেছেন, তা যে এখন সংশোধনের বাইরে যাবে, যদি বুঝতে পারতেন, তা’ হ’লে কখনও করতেন না। আমরাও মা’কে সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু আমাদের স্বার্থহানি ঘটবার আশঙ্কায় প্রতিবাদ করছি, এই ভাবটা দেওয়ানই তাঁর মনে বদ্ধমূল ক’রে দিয়েছিলেন। ফলে, তিনি এই ভয়ানক ভুল করে বসেছেন।”

আমি কহিলাম, “আপনাদের কর্ত্রীকে বাঁচাবার কি কোন উপায় নেই?”

মহেশ্বর বাবু কহিলেন, “যদি দয়াময় মদনমোহন মুখ তুলে চান, তবেই. নচেৎ আর কোন উপায়ই দেখিনে।”

ইহার পর অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া, মহেশ্বর বাবু যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। তিনি একটী বারেরও জন্য আমার নিকট দানকার্যের জন্য গচ্ছিত, লক্ষ টাকার কথা উত্থাপন করিলেন না অথবা আমি কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাও জানিতে চাহিলেন না, দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। পরিশেষে তিনি যখন যাইবার জন্য

উদ্যত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে আমি কহিলাম, 'কৈ, আপনি ত একটী বারেরও জন্য দানকার্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন না?"

মহেশ্বর বাবুর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "আমরা কি কর্ত্রীমা'র আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারি, অমর বাবু? তিনি যখন আপনাকে এতখানি বিশ্বাস করেন, শ্রদ্ধা করেন, তখন আমরাও জানি, আপনি যথা সময়ে যথা কর্তব্য সাধন করেছেন।" এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত কয়েক নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "যদি সময় ক'রে উঠ্‌তে পারেন, তবে একদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে যাবেন, অমর বাবু। কর্ত্রী মা প্রায়ই আপনার খবর নেন। তিনি প্রশ্ন করে পাঠান যে, আপনি আমাদের কাছারীতে পায়ের ধুলা দিয়েছেন কিনা?"

আমি সন্ত্রস্ত হইয়া দুই কর কপালে ঠেকাইয়া কহিলাম, "অমন ভয়ানক কথা বলবেন না, মহেশ্বর বাবু। আমি কথা দিচ্ছি, দু'একদিনের ভিতর আপনাদের ওখানে যাব এবং আমার ওপর যে-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা কি ভাবে পালিত হ'ল, জানিয়ে আসব।"

মহেশ্বর বাবু অভিবাদন বিনিময়ের পর বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি ভৃত্য শ্রেণীর ব্যক্তি কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, "মা-জী একবার যেতে বলেছেন, বাবুজি।"

আমি বুঝতে না পারিয়া কহিলাম, "তুমি কা'র কথা বলছ?"

ভৃত্য সবিনয়ে কহিল, "আমি প্রভাতবাবুর বাড়ীর নোকর, বাবুজি।"

আমি যাইতেছি জানাইয়া, ভৃত্যকে বিদায় দিলাম এবং সুরেশের দিকে

চাহিয়া কহিলাম, 'এতখানি গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার হেতুটি কি, সুরেশ ?"

সুরেশ ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "আপনি কি কিছু স্থির করেছেন, দাদা ?"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কহিলাম, "তা' কি কখনও সম্ভব-পর হয়, সুরেশ ?"

সুরেশ নীরবে রহিল, কোন উত্তর দিল না।

আমি পুনশ্চ কহিলাম, "আপনাকে গভীর শঙ্কটের ভিতর পড়তে দেখেও, শুধু একটা ভুল ধারণার খেয়াল মেটাবার জন্য, যে-নারী এত খানি স্বার্থত্যাগ করতে পারেন, তিনি সত্যই দেবী, সুরেশ। তাঁকে দেবী নাম ছাড়া অন্য কোন নামেই মানায় না। কিন্তু আমি যে উভয় শঙ্কটে পড়লাম, ভাই।"

সুরেশ ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "আপনি কি সত্যই সন্দেহ করেন যে…"

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "সন্দেহ করি, সুরেশ ? যেখানে জ্বলন্ত সত্য তীব্র দহনে অনুভূত হচ্ছে, সেখানে সন্দেহের স্থান কোথায়, ভাই ? আমি সেই দিনই বুঝতে পেরেছিলাম, যেদিন মহেশ্বর বাবু বিনা-রসিদে টাকাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি এখন কি করি, সুরেশ ? আমি কি-ভাবে সুমিতাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি ভাই ?"

সুরেশ মুহূর্ত কয়েক বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তেজনাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল. সে কহিল, "তিনিই সুমিতা দেবী, দাদা ?" ,

"তবে আর কে হতভাগ্য ভবঘুরের হাতে লাখটাকা তুলে দিয়েও, এমন অটল নির্ভরতায় নীরবে বসে থাকতে পারেন, ভাই ?" এই বলিয়া আমি মুহূর্ত কয়েক চেষ্টা করিয়া আপনাকে সংযত করিলাম এবং স্বাভাবিক স্বরে পুনশ্চ কহিলাম, "আমি বেশ জানি, শুধু সে নিজের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই এই দেওয়ানের হাতে পাওয়ার-অব-এটনী তুলে দিয়েছে। আমি হলপ ক'রে বলতে পারি, সুমিতা স্বেচ্ছায় নিজের সর্বনাশ করবার জন্য জেনে শুনে, এই লম্পট ও দুশ্চরিত্রের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে।"

সুরেশ কহিল, "তবে উপায়, দাদা ?"

আমি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলাম, "কোন উপায়ই দেখি না, ভাই। আমি একদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রেছিলাম, সুমিতা যেন আমার মত নির্ধন হয়, সে যেন আমার সঙ্গে সমভূমিতে নেমে এসে দাঁড়ায়। দেখচি, ভগবান আমার প্রার্থনা স্বকর্ণে শুনেছেন।'

সুরেশ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "এতখানি নিষ্ঠুরও আপনি হ'তে পেরেছিলেন, দাদা ?"

"পেরেছিলাম, ভাই। আমি তখন ভেবেছিলাম, সুমিতার সম্পদই তা'কে একান্ত ভাবে পাবার পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দেখেছিলাম, সুমিতার সম্পদের মোহে তা'র পবিত্র ভালবাসাকে পর্যন্ত অপমানিত করতে

বাধে নি। জেনেছিলাম, সুমিতাকে অর্ধাঙ্গিনী ও সহধর্মিণী হিসাবে পেতে হ'লে তার একমাত্র নিঃস্ব হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই প্রার্থনা করেছিলাম, সুরেশ। কিন্তু এখন আমার মনের সে বিশ্বাস গেল কোথায়, সুরেশ? কেন এখন মনে হচ্ছে, আমারই অভিশাপে অভিশপ্ত দুখিনী-নারীর সম্মুখে আমি কোন দিনই আর শির উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারব না? কেন মনে হচ্ছে, তা'র কাছে আমার মুখ দেখানো পর্যন্ত আর সম্ভবপর নয়!" বলিতে বলিতে আমি সহসা হতবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সুরেশ ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "আর ত এমন নিশ্চিন্ত ভাবে বসে থাকা চলে না, দাদা? যদি কোন উপায় থাকে, যদি কোন উপায়ে সুমিতা দেবীকে বাঁচাতে পারা যায়, আমাদের চেষ্টা করা কর্তব্য নয় কি, দাদা?"

আমি নীরবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন পথই কোন দিকে দেখিতে পাইলাম না।

সুরেশ পুনশ্চ কহিল, "নিশ্চয়ই সুমিতা দেবী আপনার প্রত্যাশায় বসে আছেন, দাদা?"

আমি ম্লান হাস্যের সহিত কহিলাম, "সে ত জানে আমার শক্তি কতটুকু, ভাই? তা'ছাড়া সে যদি স্বেচ্ছায় সর্বস্ব হারাবার পণ্ ক'রে থাকে, তবে তা'কে বাঁচান যাবে কি প্রকারে বলতে পারো, সুরেশ?"

সুরেশ ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "তা' বলে কি আমরাও জেনেশুনে চেষ্টা করব না, দাদা?"

আমি নির্বিকার স্বরে কহিলাম, "পার করো, আমার কোন আপত্তি নেই, ভাই। তবে তুমি সফল হবে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে॥"

সুরেশ সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "আর আপনি।"

'আমি যে কি করতে পারি, কিছুই বুঝতে পারছি না, সুরেশ। আমাকে ভাবতে দাও, ভাই। আমাকে একটু সময় দাও।" এই বলিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং শয়ন কক্ষের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলাম।

সুরেশ আমার পশ্চাতে আসিতেছিল, কহিল, 'এখন কি প্রভাতবাবুর বাড়ীতে যাবেন, দাদা?'

আমি কহিলাম, "হাঁ, ভাই। বৌঠান কেন ডেকেছেন, একবার শুনে আসি।"

সুরেশ কহিল, "তাঁরা কি জানেন, সুমিতা দেবী এখানে আছেন?"

আমি চিন্তান্বিত স্বরে কহিলাম, "খুব সম্ভব জানেন, সুরেশ।" এই বলিয়া আমি বাহিরে যাইবার পোষাকে সজ্জিত হইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

ধীরা বৌঠানের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, প্রভাত বাহিরে গিয়াছে। বৌঠান আমার জন্য ড্রইংরুমে অপেক্ষা করিতেছেন।

আমি একজন পরিচারিকার সহিত অবিলম্বে ড্রইংরুমে নীত হইলাম। বৌঠানকে অত্যন্ত ম্লান ও গম্ভীর বোধ হইল। বুঝিলাম, যে-বিষয় আমার মন উদ্বেগে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, সেই বিষয়ই সদা হাস্যমুখী বৌঠানকে উতলা করিয়া ফেলিয়াছে। আমি কোন কথা না বলিয়া

উপবেশন করিলাম, এবং ক্ষণকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলাম, "আমাকে কি আপনার উদ্বেগের ভাগ দেওয়া চলে না, বৌঠান ?"

তরুণী ধীরা বৌঠান ঈষৎ চমকিত হইয়া সহসা কহিলেন, "আমাকে মার্জনা করুন, ঠাকুরপো। আমি আপনার নিকট একটা বিষয় জেনেও গোপন করেছিলাম। কিন্তু পূর্বে যদি বুঝতাম, এখন এক ভয়াল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে, তা'হলে কিছুতেই আমি কোন অনুরোধে স্বীকৃত হ'তাম না।"

আমি ধীর স্বরে কহিলাম, "সেজন্য আপনার লজ্জিত হবার কোন হেতু নেই, বৌঠান। আপনি জানাবার পূর্বেই আমি জেনেছি, সুমিতা স্বেচ্ছায় নিজেকে বিপন্ন করে তুলেছে ?'

তরুণী ধীরা বৌঠান মুহূর্ত কয়েক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে অকস্মাৎ আমার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া আকুলস্বরে কহিলেন, "আপনি বোধ হয় জানেন না, ঠাকুরপো, সুমিতা আমার কি রকম অভিন্ন-হৃদয়া বান্ধবী। আপনি হয় তো বুঝতে পারবেন না, যে কেন আমরা উভয়ে যুক্তি ক'রে আপনার মন জয় করবার জন্য এমন ভাবে অগ্রসর হয়েছিলাম ? কিন্তু কি হবে, ঠাকুর পো ? তোমার দাদা বলেন, সুমিতাকে রক্ষা করতে পারে, একটি মাত্র বস্তু। তা'হলো এমন এক অঙ্কের অর্থ, যা' সুমিতাকে বিক্রয় করলেও পাওয়া যাবে না।"

আমি ধীর স্বরে কহিলাম, "এর অর্থ, বৌঠান ?"

বৌঠান কহিলেন, "প্রায় একলক্ষ টাকা, ভাই। হতভাগী শুধু আপনার মনে তৃপ্তি দেবার জন্য, তা'র সর্বস্ব বিক্রয় ক'রে, ঐ লক্ষ টাকা দান করবার জন্য আপনার হাতে তুলে দিয়েছিল, একবারও ভাবে নি, যে-বিপদ তাকে গ্রাস করতে আসছে, ঐ অর্থই শুধু তা'কে রক্ষা করতে পারে। আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না যে, সুমিতা শেষে দু'টী অন্নের জন্য কাঙ্গালিনীর মত অপরের গলগ্রহ হ'য়ে থাকবে।"

আমি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলাম, "আমাকে কি আদেশ করেন, বৌঠান?"

"আদেশ! এই বলিয়া ধীরা বৌঠান আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া মুখ নত করিয়া কহিল, "আপনার দাদার এমন সঙ্গতি নেই, যে একলাখ টাকা বার ক'রে, সুমিতাকে রক্ষা করতে পারে। তিনিও টাকা সংগ্রহ করবার চেষ্টায় অপরিচিত কাশীর রাজপথে ঘুরে বেড়াতে গেছেন।"

আমি কহিলাম, "এমনও হ'তে পারে, আপনি যে-ভয়ে আকুল হয়েছেন, তা'র কোন অস্তিত্ব নেই? দেওয়ান যথা সময়ে রেভিনিউ দাখিল ক'রে দেবেন?"

তরুণী ধীরা বৌঠানের মুখে এমন এক জাতীয় ভাবের সমাবেশ হইল, যাহা দেখিলে মানুষকে চমকিত হইয়া উঠিতে হয়। তিনি কহিলেন, "শয়তান মাত্র একটি সর্তে, সুমিতাকে রক্ষা করতে সম্মত আছে। তা' হচ্ছে, সুমিতাকে ঐ নরপশুর হাতে আত্মদান করতে হবে।"

আমি আমার অজ্ঞাতসারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। আমি সম্মুখস্থ

টেবিলের উপর একটি প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাত করিয়া কহিলাম, "না, তা হবে না, শয়তানকে আমি শিক্ষা দেব, এমন শিক্ষা দেব, যা' সে আজীবন স্মরণ ক'রে আতঙ্কিত হ'য়ে থাক্‌বে।"

আমার উচ্ছ্বাস শুনিয়া, ধীরা বৌঠান আমার মুখের দিকে কিছু সময় চাহিয়া থাকিয়া ব্যাকুল স্বরে কহিলেন, কিন্তু সুমিতা এবং তা'র ষ্টেট্‌কে রক্ষা করবার উপায় কি, ঠাকুরপো? আপনি যদি সু' কে শুধু বাঁচাতে পারেন, তা' হলে শয়তান দেওয়ানকে এমন [illegible]াত করা হবে, যে তা'র মেরুদণ্ড চূর্ণ হয়ে যাবে।"

আমি মুহূর্ত কয়েক দ্বিধা করিয়া কহিলাম, "আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন, বৌঠান?"

ধীরা বৌঠান কহিলেন, কি বলুন ঠাকুর পো?

আমি কহিলাম, সুমিতা এতখানি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী হ'য়েও, এমন নির্বোধ কাজ করলে কেন?"

ধীরা বৌঠানের মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "ঠাকুরপো, আপনি সুমিতার ওপর যে অবিচার করেছেন, তা'র মনের অকৃত্রিম স্বর্গীয় পবিত্র ভালবাসাকে সন্দেহ দৃষ্টিতে দেখে, তা'র বুকে যে-আঘাত দিয়েছেন, তা'তেই অভিমানিনী মেয়ের বাঁচবার স্পৃহা, ভোগের বাসনা নিঃশেষে লয় কোরে দিয়েছিল। সে নিজের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য এমন ভাবে নিজেকে সর্বহারা ক'রে, পথের ভিখারিণীর সমপর্যায়ে ফেলতে চলেছে। তবু কি তা'র মনে এতটুকু কষ্ট আছে? নেই, ভাই। সে শুধু সর্বহারা এবং রিক্তা হবার—তা'র কথায়—'শুভ মুহূর্তটীর' জন্য

আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে। গতরাত্রিতে যখন লম্পট দেওয়ান, সুমিতার সঙ্গে দেখা ক'রে বলে, যে আমাকে আপনি ভাগ্যবান করুন, তা' হ'লেই সূর্যালোকে কুয়াসার মত সমস্ত বিপদের মেঘ শূন্যে মিলিয়ে যাবে। উত্তরে সুমিতা কি বলেছে জানেন? বলেছে, আপনার মত শয়তানকে বিবাহ করার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে কাশীর গঙ্গায় ডুবে মরা ঢের সহজ ঢের সম্মানজনক!

আমি বিস্ময়ে অধীর হইয়া কহিলাম, "তার পরে?

ধীরা বৌঠান একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, হিংস্র কেউটের মাথায় আঘাত করলে, সে যেমন ক'রে ফোঁস করে ফনা তুলে ছোবল মারবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি ভাবেই এই নরপশু আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে, ভাই। এদিকে রেভিনিউ দাখিলের আর মাত্র তিনটি দিন অবশিষ্ট আছে। দয়াময় বিশ্বনাথই জানেন, হতভাগী এ যাত্রা কি ভাবে উদ্ধার পাবে!"

আমি কহিলাম, "সুমিতা ত ইচ্ছা করলেই, দেওয়ানের ওপর অর্পিত ক্ষমতা তুলে নিতে পারেন?"

ধীরা বৌঠান হতাশস্বরে কহিলেন, "তা পারে। কিন্তু এখন ক্ষমতা বাতিল করা, আর শয়তানকে সর্বস্ব ধ্বংস করে নিয়ে যেতে দেওয়া একই কথা ভেবে, সুমিতা এখন পর্যন্ত ও সব ব্যাপার চিন্তা করে নি।"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিস্মিত তরুণী ধীরা বৌঠানের দিকে চাহিয়া কহিলাম, আজ সন্ধ্যার সময় সুমিতার সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব,

বৌঠান, আপনারাও যদি সে সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকেন, তা'হলে আমি সুখী হব, বৌঠান।

আমি কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আমার মনে তখন কাশীধামের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী দুঃস্থের মুখখানি অপরূপ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি ক্যাম্পের অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

সেদিন সন্ধ্যার পর আমি সুরেশের সহিত যখন বাঙালী পুণ্য-লোভাতুরা দানশীলা মহিলা ওরফে, সুমিতার বাসভবনে উপস্থিত হইলাম, তখন বাহিরের অফিস-ঘরে কেহ ছিল না। আমি দেওয়ানের অফিস কক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেখানে আলো জ্বলিতেছে ও পাখা ঘুরিতেছে। আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, যাঁহার সহিত দেখা করিবার আশায় এখানে আসিয়াছি, তিনি অনুপস্থিত নহেন।

আমি সুরেশকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, যে মুহূর্তে দেওয়ানের কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলাম, অকস্মাৎ শুনিতে পাইলাম, তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিতেছেন, আপনি আবার যদি আমার মুখের ওপর একটাও কথা বলেন, তবে আপনার মত অপদার্থ ম্যানেজারকে আমি দূর ক'রে দেব। আর রেভিনিউ দেওয়া আর না-দেওয়া, সব দায়িত্ব যখন আমার, তখন আপনার অনধিকার চর্চা আমি কিছুতেই আর বরদাস্ত করব না। বেরিয়ে যান বলছি।"

উত্তেজনায় ক্ষোভে, ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে, বৃদ্ধ ম্যানেজার, মহেশ্বর

বাবু বাহিরে আসিলেন, এবং আমাদের দেখিয়া দুই হাতে মুখ চাপিয়া ক্রন্দন বেগ চাপিতে চাপিতে একস্থানে বসিয়া পড়িলেন।

আমি ইঙ্গিতে তাঁহাকে শান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া, পুনশ্চ যখন দেওয়ানের কক্ষের দিকে গমন করিতে লাগিলাম, তখন সুমিতার বিনীত কণ্ঠস্বর বাহিরে থাকিয়া আমাকে স্থাণুর মত নিশ্চল করিয়া দিল। আমি শুনিতে পাইলাম, সুমিতা বলিতেছে, "আমার পিতার আমলের বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারীকে অপমান করবার কোন অধিকার আপনার নেই।"

দেওয়ান বিভৎস স্বরে হাস্য করিয়া কহিল "আপনার পিতার আমলও থাক, পুরাতন কর্মচারীও থাক। এখন যে জন্য মহারাণীর দর্শন-প্রার্থী হয়েছি, সেই কথাটা শেষ বারের জন্য শেষ করে ফেলি আসুন।"

সুমিতা তপ্ত স্বরে কহিল "আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা আর চল্‌তে পারে না। আপনার যা খুশি তা'ই করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এতখানি অন্যায়, অত্যাচার ভগবান কখনও সহ্য করবেন না।'

"ভগবান!" বলিয়া বিলাত-ফেরত দেওয়ান অট্টহাস্য করিতে লাগিল। তাহার হাস্যবেগ কমিলে কহিল, "যার বুদ্ধি আছে, সে অমন দু'-চারটে ভগবানকেও সায়েস্তা করিতে পারে, দেবী। কিন্তু প্রশ্ন আমার তা নয়। আমি একটা বিষয়ে কিছু আলোকপাত চাই। আমি শুন্‌লাম, আপনি নাকি সমস্ত গহনা বিক্রয় ক'রে প্রায় লাখ-খানেক টাকা দান করবার জন্য ঐ ভ্যাগাবণ্ড ছোকরার হাতে দিয়েছেন? সত্য?

সুমিতা কহিল, "হাঁ, সত্য। আমার বাগদত্ত স্বামীর প্রতি ভবিষ্যতে ভদ্র ভাষা ব্যবহার করবেন আপনি।"

—একশ' পনের—

অকস্মাৎ দেওয়ানের কণ্ঠস্বর ভয়ানক হইয়া উঠিল। সে কহিল, "ওহো, তা'ই না-কি! তিনিই আপনার বাগ্দত্ত স্বামী, না? বাঃ, খাসা 'পছন্দ আপনার ত! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যার নিজের পেটে দু'বেলা অন্ন পড়ে না, সে আপনার মত একটি ক্ল্যাসিক্যাল্ বিউটীকে ভরণ পোষণ করবে কি ক'রে? হুঁ একেই বলে স্ত্রী-চরিত্র! কিন্তু শুনুন দেবী, হয় আমাকে আপনি বিবাহ করবেন, নয় আপনাকে আমি জোর ক'রে আজ বিবাহ করব।"

সুমিতার স্বর কিছু সময় শুনিতে পাইলাম না। ক্ষণকাল পরে সে কহিল, "স্পর্ধা বটে! পথ ছাড়ুন। আমি আপনার সুমুখে মুহূর্তের জন্যও থাকতে চাই না।"

একটা বিভৎস হাস্য ধ্বনি উত্থিত হইল। শুনিতে পাইলাম, সুমিতা উত্তেজিত কম্পিতস্বরে বলিতেছে, "খবরদার! আমাকে স্পর্শ করবি না, শয়তান!"

আর কিছু শুনিবার অবসর পাইলাম না। আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ ছড়াইয়া পড়িল। আমি মুহূর্তের ভিতর দেওয়ানের কক্ষের ভিতর উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দেওয়ান ও তাহার দুইজন অনুচর সুমিতাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে এবং সুমিতা আর্ত ও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ক্রমশ দেওয়ালের দিকে পিছু হঠিতেছে।

আমাকে দেখিতে পাইয়া দেওয়ান ও তাহার অনুচরদ্বয় ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং দেওয়ান কিছু বলিবার পূর্বেই আমি তাহার গণ্ডে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া কহিলাম, "শয়তান!"